'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, রাণী রাসমণি বাগান,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৪
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৪ জ্যৈষ্ঠ – ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ ঃ ১৯ মে – ২৫ মে, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No.30, 19 May - 25 May, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নৈরাজ্যের ভাঙড়ে ফের রক্তের হোলি। সন্ত্রাস সেলিব্রিটি

আরাবুল বনাম জমিরক্ষা কমিটির সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ কমিটির আন্দোলনকারী হাফিজুল মোল্লা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের রাজ্যে খুনের তালিকায় আরও এক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধৃত আরাবুল।

রবিবার : ময়দানে মহিলা পুলিশ কর্মীদের ব্যায়ামাগার তৈরির

নামে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের দাদাগিরি রুখে দিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা চুপচাপ। ধন্যবাদ সুব্রতবাবু।

সোমবার : প্রশ্ন ফাঁসের আতঙ্ক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে শিক্ষা

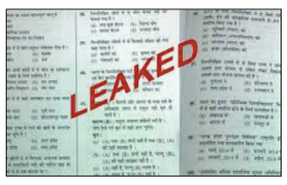

প্রশাসকদের। ২৪ মে থেকে শুরু হতে চলেছে বি-এড-এর বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা। সেখানে নেওয়া হয়েছে দুজন পরিদর্শক প্রতিনিধি। তারাই খুলবেন প্রশ্নপত্রের প্যাকেট। সিল করে সই করবেন তারাই।

মঙ্গলবার : সব আশঙ্কাকে সত্যি করে এ রাজ্যের ২০১৮-র

পঞ্চায়েত ভোট কেড়ে নিল ২০টি প্রাণ। রক্তাক্ত হল গণতন্ত্র। প্রমাণ হল রাজ্যের বাহিনী দিয়ে ভোট করা সম্ভব নয়। কমিশন কিন্তু নীরব। ৫৭২টি বুথে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করে দায় সারল তারা।

বুধবার : ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আধার যুক্ত না হলে পেনশন দিচ্ছে

না ব্যাঙ্কগুলি। প্রবীন নাগরিকদের এই হয়রানি কমাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ জানিয়ে দিলেন সরকারি কর্মীদের পেনশন পাওয়ার জন্য আধার বাধ্যতামূলক নয়।

বৃহস্পতিবার : সরকারি কর্মীদের নিরাপত্তা ও প্রিসাইডিং

অফিসার রাজকুমার রায়ের মৃত্যুর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থার দাবিতে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক মুখোমুখি হলেন বিক্ষোভের।

শুক্রবার : ফল বেরোল সন্ত্রাস বিদীর্ণ ২০১৮ পঞ্চায়েত

নির্বাচনের। রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূলের আধিপত্য বজায় থাকলেও দু নম্বরে উঠে এল বিজেপি। জঙ্গলমহল সহ রাজ্যে রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণ করতে চলেছেন দিলীপবাবুরা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গণতন্ত্রের মুণ্ডচ্ছেদ ● তৃণমূলের জয়জয়কার ● ৩৫৬-র দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন কেন্দ্র দখল, সন্ত্রাস, খুন, বুধ দখল, ছাপ্পা, সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের নাক, কান কেটে মুখে কালি লাগিয়েছিল আগেই। গত বৃহস্পতিবার নদিয়ার মাজদিয়ায় গণনা কেন্দ্রে ছাপ্পা গণতন্ত্রের মুণ্ডচ্ছেদ করেছে বলে দাবি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশন। একাধিক রাজনীতি অধ্যাপক এই ঘটনাকে অভূতপূর্ব আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের দাবি কংগ্রেস, বাম আমলের রিগিং-ছাপ্পা ভোটকে নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রদর্শনীকে চরম শিল্পকলায় পৌঁছে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও খোদ তৃণমূল নেত্রী বিরোধীদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়ে একে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বলেই আখ্যা দিয়েছেন। প্রবীন থেকে নবীন সব রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাই একে শেষের শুরু বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা সর্বোচ্চ নেত্রীর এই মূল্যায়ণ ভোট পরবর্তী হিংসাকে আরও বিস্তৃত করবে। কারণ এখনও নির্বাচনের অবশিষ্ট রয়েছে আদালতের অলিন্দে। ঝুলছে ই-মনোনয়ন ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের ভাগ্য। অতএব এখানেই শেষ নয়, শেষ খেলা দেখাতে পারে নির্বাচন কমিশন।

জয়জয়কার

৩৪ শতাংশ বাদ দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ইতিমধ্যে সকলেই জেনে গিয়েছেন। বাংলা রেঙেছে তৃণমূলের সবুজ আবিরে। সঙ্গে মিশেছে গেরুয়াও। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জয় ছিল প্রত্যাশিত। উন্নয়ন বা সন্ত্রাস যে দিক থেকেই বিরোধীরা ব্যাখ্যা করুক না কেন, জোড়া ফুলের জয় এসেছে প্রত্যাশিত ভাবেই। এবার বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষ সকলেরই কৌতূহল ছিল বিজেপির ফল নিয়ে। দিলীপরা ডিস্টিংশন না পেলেও দ্বিতীয় হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ২০১৪-র থেকে ভাল অবস্থায় উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফল জঙ্গলমহলে। উন্নয়নের বিপুল তৃণমূলী দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন দিলীপরা। সুযোগ পেলে মানুষ জবাব দেয় ব্যালটে। প্রমাণ করল ভাঙড়। আদালতে

লড়াই করে হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে ৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল জমিরক্ষা কমিটি। ৫টিতেই জয় পেয়েছে তারা। বাকি আরাবুল। তার ছেলের আসনে ব্যাপক সন্ত্রাস দেখেছে রাজ্যবাসী। এসব আসনে জয় হয়েছে বোমা-গুলিরই। তৃণমূলের আর এক সোনার কাঠি সিঙ্গুরেও কিন্তু ঝড় না হলেও দমকা হাওয়া বইয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। এসব বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই পার্থবাবুরা করবেন। তবে তার জবাব উন্নয়ন না সন্ত্রাস হবে তা বলবে ভবিষ্যত।

৩৫৬-র দাবি

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২০১৮য় গণতন্ত্র হত্যা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। তাই গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অবিলম্বে ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক এ রাজ্যে। ফল ঘোষণার দিনই রাজ্যপালের কাছে এই দাবি জানিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। বামেরা কোনদিনই পরিস্কার করে কিছু বলে না। তবে এক সময়ে ক্ষমতায় থাকাকালীন ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারা বাতিলের দাবিতে মাঠ-ময়দান, পথ-ঘাট কাঁপিয়ে তোলা বামেরা ঠারে ঠোরে সমর্থন জানিয়েছেন কংগ্রেসের দাবিকেই। দিলীপ বাবু অবশ্য এই রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রথম দাবিদার বলে নিজেকে জাহির করলেও ফল ঘোষণার পর একে দ্বিতীয় সারিতে ঠেলে দিয়েছেন।

প্রথম সারিতে রেখেছেন লড়াই-এর মাধ্যমে রাজ্য দখল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, কংগ্রেসের এ দাবি দিল্লি যাওয়ার আগেই উবে যাবে। কারণ রাষ্ট্রপতি শাসনের সিদ্ধান্ত পাশ করাতে হয় লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই কক্ষেই। লোকসভায় বিজেপি তা পাশ করালেও রাজ্যসভায় পাশ করাতে কংগ্রেসের সমর্থন জরুরি। এই মুহূর্তে রাহুলরা মমতার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেবে বলে মনে হয় না। অতএব অধীর-প্রদীপদের দাবি গুমরে কাঁদবে বাংলাতেই।

খলনায়ক সিংহ

লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ভুলে হৃদয়কে গামছায় বেঁধে শিকেয় তুলে না রাখলে বিতর্কিত নির্বাচন কমিশনার হওয়া যে দুষ্কর তা দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বর্তমান কমিশনার অমরেন্দ্র সিংহ। সেই মনোনয়ন পর্বে সংগঠিত সন্ত্রাস থেকে তাঁর পদে থাকার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনাররা। কিন্তু শাসক দলকে নিষ্কন্টক সাফল্য উপহার দিতে বদ্ধপরিকর সিংহ মশাই। নিজেকে নির্বাচন কমিশনারের নেগেটিভ মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। বেস্ট এবং ওয়ার্স্ট দুজনের নাম থাকে ইতিহাসে। এরপর হয়তো সেশনের সঙ্গে সিংহের নামও একই উদাহরণে উচ্চারিত হবে। সেই বা কম কিসে?

ক্ষতিপূরণ

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ফল ঘোষণার দিন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাংবাদিকরা পেলেন বেশ কিছুটা সময়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের নানা আলোচনার মাঝে উঠে এল এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের হতাহতদের ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন চেষ্টা করবে সরকার।

বললেন, তাঁদেরই তো বেশি লোক মারা গিয়েছে। তবে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা অন্যায়। তিনি করলে সকলের জন্য করবেন। অবশ্য মৃত প্রিসাইডিং অফিসার রাজকুমার রায়ের পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন বলে কথা দিয়েছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যদিও রেলের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে তবুও সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা সন্ত্রাস করেছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? দোষ না জেনেই আরাবুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবুও সে জিতেছে। জনসমর্থন না থাকলে এটা হয়? জানিয়ে চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়ে গেল নিরুত্তর প্রশ্ন- অন্যরা কি গ্রেফতার হবে?

দেহের দাবি

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের আবহে পুড়ে মারা গিয়েছে বাবা মা। চলছে শাসক বিরোধী তরজা। হয়েছে ময়না তদন্ত। কাকদ্বীপের ছেলেটি জীবন নয়, বাবা মায়ের দেহ চেয়ে ঘুরছে প্রশাসনের দরজায় দরজায়। মিলছে না। একবার কলকাতা, একবার ডায়মন্ড হারবার। দেহ ঘুরছে পুলিশের হাতে। অবশেষে আদালতের দালানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হতভাগ্য পুত্র। হাপুস নয়নের বিকল্প- রক্ষা করতে পারি নি, দেহ দুটো দিন অন্তত, সৎকার করি।

বদল চাই

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি হিসাবে বসেছে কার লাশ কটা। এ নিয়ে নাকি সন্ত্রাসের দিক নির্ণয় করা যায়। বাঙালি জাতির জবাব নেই। রাজ্যের অগ্রগতির খতিয়ান নয় তাদের দিন কাটে লাশ গুণে। মোটেই তা নয় গুটি কয়েক রাজনৈতিক দল ও বশংবদরা ছাড়া আপামর বঙ্গবাসী অতিষ্ঠ। তাদের প্রশ্ন, এত পয়সা খরচ করে রক্ত ঝরিয়ে পঞ্চায়েত গঠনের দরকার কি? সেই তো বাড়তি পয়সার শ্রাদ্ধ করে ছুটে বেড়াতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকেই। ব্লক প্রশাসনই তো যথেষ্ট। জনগণের দাবি যদি পঞ্চায়েত গঠন যদি করতেই হয় নির্বাচনের মাধ্যমে তাহলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন দিয়েই করানো হোক। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য বামেদের তৈরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রহসন অবিলম্বে বন্ধ হোক। এটাই হবে প্রকৃত বদল।

রাষ্ট্রপতি সকাশে : গত ১৬ মে অপরাহ্নে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নেতাজি সম্পর্কিত কিছু জরুরি বিষয় আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, আলিপুর বার্তা ও ভারত স্বাভিমান-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১১ আগস্ট দেশব্যাপী নেতাজি বিষয়ক তিন দফা যে পত্র স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়েছিল। অভিযানের সেই তিন লক্ষ চিঠিও জমা হয় এইদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে আজাদহিন্দ বাহিনীর অমর বাহাদুর সিংয়ের পুত্র শিবেন্দ্র বাহাদুর সিং, পবণকুমার, নেতাজি পরিবারের সদস্যা ও স্বাভিমান আন্দোলনের আহ্বায়ক রাজ্যশ্রী চৌধুরি, স্বাভিমান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে এন গোবিন্দাচার্য ও একেবারে ডানদিকে সঞ্জয় শর্মা। রাষ্ট্রপতির হাতে এইদন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ও নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরি তাঁর লেখা নেতাজি সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থ তুলে দেন রাষ্ট্রপতির হাতে।

ছবিটি রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে সংগৃহীত।

আর্সেনিকের ছোবলে জেলাবাসী

উত্তর ২৪ পরগনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : আর্সেনিকের ক্রমাগত দূষণ বৃদ্ধি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার একটি অগ্নিগর্ভ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক এই জেলার বাইশটি ব্লকের মানুষের কাছেই এক জীবন-মরণ সমস্যা। গাইঘাটা ব্লকের গাজলা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ক্ষেতমজুর আমজাদ সর্দারের স্ত্রী সালেমা বিবি। তিনি কয়েক বছর আগে আর্সেনিকের বিষে আক্রান্ত হয়ে ক্যান্সারে মারা গিয়েছেন। বাড়ির টিউবওয়েলের জল খেয়ে একইভাবে আর্সেনিকের শিকার হয়েছেন আমজাদ নিজেও, বলে জানালেন। তবে আমজাদ বা তাঁর স্ত্রী সামেলা বিবি নন, এই জেলার বহু মানুষেরই আজ এমন পরিণতি। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক মিশ্রিত পানীয় জল খেয়ে কয়েক বছরে মারা গিয়েছেন অন্তত ২১২ জন। প্রায় হাজারখানেক মানুষ এই জেলার আর্সেনিকের শিকার হয়ে নানাভাবে অসুস্থ। শুধু গাইঘাটা ব্লকেই এই বিষে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ৩১ জন। বাকি অনেকেই মৃত্যুর দিন গুনছেন বলে জানালেন, আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি আরও জানান, গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের যে সব গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই পানীয় জলের উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ওই জলই বাসিন্দারা পান করেন। অশোকনগরের একটি পাড়ায় আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে অতীতে কয়েকজন মারা গিয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাগাড় কান্ডে শাস্তির আশা কম

ওঙ্কার মিত্র

কবি সুকুমার রায় লিখেছিলেন 'খাই খাই কর কেন, এসো বসো আহারে-/খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।' কবি খাই খাই নামক এই কবিতায় বহু খাওয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মতো কল্পনাপ্রবণ কবিও ভাবতে পারেন নি সত্যি কোনও দিন বাঙালির পাতে ভাগাড় থেকে আজব খাদ্য পরিবেশন হতে পারে। কবির কল্পনাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে স্বাধীন ভারতের বিকৃত মনুষ্যত্ব।

পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের দশকে আমরা চালে কাঁকড়, বেবি ফুড, দুধ, তেল, ঘি, ময়দায় ভেজালের কালোবাজারি নিয়ে কত না মিটিং, মিছিল, আন্দোলন দেখেছি। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে একদিন সেসব থিতিয়ে গিয়েছে। তখন মধ্যবিত্ত বাঙালির পাতে প্রতিদিন মাছ-মাংসের উপস্থিতি স্বপ্ন ছিল। ভাত, রুটি, গুড়, মুড়ি, ঘুগনি নিদেন পক্ষে অর্ধেক ডিমে আটকে ছিল বাঙালি। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। আজ বাঙালি খাদ্যাভ্যাস পাল্টেছে। পাল্টেছে আন্দোলনের অভ্যাসও। আজ বাঙালির রসনা চিকেন, মটন, রোল, মোমো, বার্গার, পিৎজায় সিক্ত। আজ বাঙালি প্রতিদিন বিষ গলাধঃকরণ করলেও সেজে-গুজে কাজে যায় আর সিরিয়ালে মশগুল থাকে। কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হাজির হয়েছিলাম সমাজবিজ্ঞানী ও আইনজীবীদের কাছে। তাঁদের সোজা উত্তর এটাই বাঙালি তথা ভারতবাসীর ভবিষ্যত। খোলসা করে দিলেন একাধিক আইনজীবী। আইনের বই খুলে দেখিয়ে দিলেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নুঙ্গিতে স্বাদ বদলের বার্তা। ছবি : অরুণ লোধ

খাদ্যে ভেজাল রুখতে যে আইন ভারতবর্ষে চালু আছে তা অত্যন্ত দুর্বল। ব্রিটিশ আমলের 'দি বেঙ্গল ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট ১৯১৯' আইনে আর স্বাধীন ভারতে 'দি প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৪'-তে কোনও তফাত নেই। ৬২ থেকে ৬৬ ধারা অনুযায়ী এতে ১ থেকে ৬ বছরের জেল আর সামান্য কয়েক হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। পরের প্রশ্ন, তাহলে ভাগাড় কাণ্ডে যাদের এবার ধরা হল তাদের শাস্তি হচ্ছেই? হতাশ করে আইনজীবীরা জানালেন মোটেই না। বললেন, 'আরে মশাই, শাস্তি দিতে গেলে আদালতে মামলা করতে হয়। মামলা করতে গেলে কাগজপত্র লাগে। এফআইআর, নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষার রিপোর্ট। তারপর চার্জগঠন, মামলা, প্রমাণ, শাস্তি।' ব্যঙ্গের সুরে কটাক্ষ, 'সরকার পরীক্ষা করতে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। শাস্তি তো দূর অস্ত।' মনে পড়ল কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ অতীনবাবুর আক্ষেপ। নিউ মার্কেটে নজরদারিতে গিয়ে খাদ্যে বেআইনি রং, সীমা পেয়ে বলেছিলেন, 'আইন এত দীর্ঘ ও দুর্বল যে শাস্তি দেওয়া কঠিন।'

আইনজীবীদের কাছে ঠোক্কর খেয়ে খুলে ধরলাম ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসআই) ২০১২-১৩ সালের সমীক্ষা রিপোর্ট। তাতে প্রকাশিত হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতার কথা। সমীক্ষা বছরে এই রাজ্যে ৯১টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল যার মধ্যে ৪১টি নমুনা ভেজাল ও জাল বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে একটিও মামলা করা হয় নি। গ্রেফতার, শাস্তি, জরিমানা তো অনেক দূরের কথা। একই সময়ে গুজরাটে সংগৃহীত হয় ১১,১১১টি নমুনা। পরীক্ষায় পাঠানো হয় ১০,৪৯৫টি নমুনা। যার মধ্যে ৯০০টি ভেজাল বলে প্রমাণিত হয়। দায়ের হয় ৫৬টি ফৌজদারি ও ৩২১টি দেওয়ানি মামলা। ১৬টি কেসে জেল হয়, জরিমানা হয় ১২টি মামলায়। মনে রাখতে হবে গুজরাট নিরামিষাসী রাজ্য। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে খাদ্য সংক্রমণের সম্ভাবনা কম। কেন এমন দুর্দশা? উত্তরে রাজ্যের ফুড সেফটি কমিশনার জানিয়েছিলেন ফুড সেফটি অফিসারের অভাব। মাত্র ১৪ জনকে নিয়ে সারা রাজ্য চালাতে হয়।

পদক্ষেপ হিসাবে জানিয়েছিলেন ১১৪টি পদ অনুমোদিত হয়েছে। ধীরে ধীরে রাজ্যের কাজের উন্নতি হবে। অথচ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একই সংখ্যক ১৪ জন অফিসার নিয়ে বিহার সংগ্রহ করেছে ১১৮৯টি নমুনা। পরীক্ষা করেছে ১১০৩টি। ১৮টি ফৌজদারি ও ৭১টি দেওয়ানি কেস করেছে। শাস্তি দিয়েছে ১৪ জনকে। জরিমানা আদায় করেছে ২ লক্ষ টাকা। ছোট্ট রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ খাদ্য নিরাপত্তায় ৬.৩৩ লক্ষ টাকা জরিমানা পেয়েছে ওই বছরে। অর্থাৎ নিজের খাদ্যাভ্যাস বদলানো ছাড়া বাঙালির আর গতি নেই। আইনের দুর্বলতা আর নেতাদের নির্বিকার চিত্তের সুযোগে অবস্থা মোটেই বদলাবে না। সকলে ওঁৎ পেতে আছে বিষ নিয়ে। হা করলেই সর্বনাশ। কবির কথাতেই শেষ করি। 'এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা-/খাও তবে কচুপোড়া খাও তবে ঘন্টা।'

গদাখালির ২৭ মৎস্যজীবীর স্বীকৃতি জোটেনি আজও

কুনাল মালিক : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রকাশিত লোক পরিচয় পত্রিকায় আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোপাল মাঝি একটি 'শেলে ধরে জেলে' শীর্ষক একটি তথ্য নির্ভর আঞ্চলিক ইতিহাস জেনে শিহরিত হতে হয়। পাঁচুবাবু একটি অজানা (অনেকের কাছে) সত্য কাহিনীকে গভীর অনুসন্ধান করে তুলেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার হুগলি নদীর তীরবর্তী গ্রামে গদাখালি। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ধীবর সম্প্রদায়ের। নদীতে মাছ ধরে দিন গুজরান করেন। আজ থেকে বছর সাঁইত্রিশ আগে এই

বাম আমলের কীর্তি

গদাখালি গ্রামের ৩২ জন ধীবর বড় ট্রলার ও নৌকা নিয়ে বঙ্গোপসাগরের শেলে মাছ ধরতে যান। কিন্তু সাগরে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সেই ধীবরদের সলিল সমাধি হয়। পাঁচুবাবু নিবন্ধে লিখেছেন ''বুধবার দিন একাবারে সকাল সকাল সাতাশ জন দাঁড়ি মাঝি দুখানা ডিঙায় ভাগাভাগি করে উঠে বসলো। তারপর বাড়ির লোকজন, পাড়ার গায়ের সব লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডিঙা দুটো ''জয় মা গঙ্গা'' দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর, জয় বাবা পীর সাহেবের জয় ধ্বনি দিতে দিতে সাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। সেদিন বাংলা তেরশো আটাশি সালের পনেরোই অগ্রহায়ণ, বুধবার। ওদের পাশাপাশি মদন মণ্ডল আর রবিরাম পাত্রর একখানা করে আরও দুখানা ডিঙা গেল চুস সাহেবের দ্বীপ পর্যন্ত গন্তব্যে। পরে আরও খবর জানা গেল সেদিন বুড়ুল থেকে একটা ডিঙায় গৌতম মান্না কয়েকজন দাঁড়ি মাঝি নিয়ে হলদিয়ার কাছাকাছি সোদর চরের কাছে শুটকি মাছ ধরার কাজে এবং নলদাঁড়ি গ্রামের চণ্ডীপাত্র তারা নিজের ডিঙা নিয়ে মাত্র পাঁচজনের একটি দল তৈরি করে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের শেলে মাছ ধরতে রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু ৬দিন পরেও কেউ ফিরে এলো না। ইতিমধ্যে গদাখালিএলাকায় ঝড়বৃষ্টি ধীবর পরিবারের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। মানিক বাগের স্ত্রী মায়া বাগ, মুক্ত বারিকের স্ত্রী নন্দরাণী বারিক, কাঁদন বেজের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী শেফালী বেজ, জয়দেব চেঁদির ঘরণী ভক্তিরাণী প্রভৃতিরা একটা গোটা দিন প্রায় নদীর বাঁধের উপর বসে নদীর পানে চেয়ে রইল। অনেক নৌকা, অনেক ডিঙি অনেক জাহাজ লঞ্চ তাদের সামনে দিয়ে বসে চলে গেল।

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আরও খবর তিনের পাতায়

কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 30, 19 May - 25 May, 2018

কিনে খেলতে ভয়, বেচতেও শঙ্কা, যাব কোথায়? প্রশ্ন লগ্নিকারীদের

পার্থসারথি গুহ

বাজার জুড়ে এইমুহূর্তে দাপট বজায় রেখেছেন কিনে খেলিয়েরা। বিশেষ করে মাস তিনেকের কারেকশনের পর ফের বুলরা যেন শক্ত হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ৫০ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়।

আর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর যেটা সবার আগে প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্য্য ধরা। যার ফলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায়

অর্থনীতি

যাবতীয় সঙ্কটজনক জায়গা থেকে। বিশেষ করে যাঁরা শেয়ার কেনার পর দাম বাড়ছে না বলে আপশোস করেন তাঁদের জন্য এটাই থিম হওয়া উচিত, সবুর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়। অনেকের ক্ষেত্রে এমন অভিজ্ঞতা লাখোবার–হাজারবার হয়েছে যে তাঁরা বুল শেয়ার পিক আপ মুডে যাওয়ার সময়ই সেই বাস মিস করেছেন। তাঁদের জন্য এটুকু সান্ত্বনা দেওয়া যায় যে, এই বাজার হচ্ছে অনেকটা সমুদ্রের মতো। কখন যে কোন ঝিনুকের মধ্যে হীরা–জহরত বেরিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। তাই চেষ্টাটা সবসময় চালিয়ে যেতে হবে। যাতে

পরেরবার কিছুতেই সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয়।

শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন ফার্মা কাউন্টারগুলি কিন্তু তাঁদের লাইফ–লো তথা খারাপ অবস্থা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তখন এদের মধ্যে যারা পরিচিত নাম সেই সান ফার্মা, সিপলা, ওখহার্ড, স্ট্রাইডস অ্যাকরোল্যাব প্রভৃতি নামজাদা শেয়ার কেনার অবস্থায় চলে এসেছে। এমতাবস্থায় যথারীতি শেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ দাবি করছেন এখনও ওষুধের শেয়ার কেনা থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু আদতে এত লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে?

আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো ওষুধ কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ ফার্মা শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ১০০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকিটা ওষুধ কাউন্টার কিনুন এই সেক্টর একেবারে থিতু হয়ে যাওয়ার পর।

কিছুদিন আগে ৩ মাসের কারেকশন সংগঠিত হয়েছিল শেয়ার বাজারে। তাতে হয়তো বাজার নিচে এসেছিল ১০–১২ শতাংশ, কিন্তু বহু স্টক সেভাবে সংশোধনের কবলে পড়েনি। সেটাই হয়তো এবার হতে পারে। এমন ইঙ্গিতই মিলছে সাম্প্রতিককালে। যখন একনাগাড়ে ভারতের বাজার অনেকটাই ওপরে তখন হাতে গোনা কিছু শেয়ার ছাড়া বাকি শেয়ার সেভাবে বাড়তে পারেনি। ১১ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন আবারও হতে পারে। আজ না হয় কাল। এবার ১০ হাজার ভাঙবে কিনা এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। কারণ ১০ হাজারটা যে চিনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে তা আগে বেশ কিছুবার জানান দিয়েছে। এবারও অন্যথা হলেই অবাক হতে হবে।

রেল পুলিশে ৮,৬১৯ কনস্টেবল

অনলাইন লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বাংলায় মাধ্যমিক ছেলেমেয়ের

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীন 'রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স' ও 'রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সে'র বিভিন্ন জোনে কাজের জন্য কনস্টেবল পদে ৮,৬১৯ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে এই সব রেলওয়েতে : পূর্ব রেলওয়ে, দক্ষিণ–পূর্ব রেলওয়ে, মধ্য রেলওয়ে, পশ্চিম রেলওয়ে, উত্তর–মধ্য রেলওয়ে, উত্তর–পশ্চিম রেলওয়ে, দক্ষিণ–পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে, উত্তর রেলওয়ে, দক্ষিণ রেলওয়ে, পশ্চিম মধ্য রেলওয়ে ও দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে।

মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ১–৭–২০১৮'র হিসাবে ১৮–২৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ১–৭–২০০০ থেকে ২–৭–২০০০–এর মধ্যে তপশিলী হলে জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৭–২০০০ থেকে ২–৭–১৯৮৮'এর মধ্যে)। ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর ও বিধবা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা ২ বছর (ওবিসি হলে ৫ বছর, তপশিলী হলে ৭ বছর) বয়সে ছাড় পাবেন। অ্যাপিয়ার্ড প্রার্থীরা দরখাস্ত করতে পারবেন না।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে অন্তত ৮০ সেমি, আর ফুলিয়ে ৮৫ সেমি। তপশিলীরা লম্বায় ৫ সেমি., বুকের ছাতিতে ৩.৮ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোফ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (তঃ জাঃ ও তঃ উঃ জাঃ হলে ১৫২, গোর্খা হলে ১৫৫) সেমি। চোখে চশমা, জোড়া–হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ট্যারা দৃষ্টি, শারীরিক বিকৃতি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। শুরুতে ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ২১,৭৯৯ টাকা। সফল হলে বেসিক পে ২১,৭০০ টাকা। মোট শূন্যপদ : ৮,৬১৯টি। এর মধ্যে– গ্রুপ 'এ' ঃ দক্ষিণ রেলওয়ে, দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে, দক্ষিণ মধ্য রেলে ছেলেদের ৮০৪টি (জেনাঃ ৬৫৬, তঃজাঃ ৮২, তঃউঃজাঃ ৩৪, ওবিসি ৩২), মেয়েদের ৯২৭টি (জেনাঃ ৬২১, তঃজাঃ ১১৪, তঃউঃজাঃ ৫৪, ওবিসি ১৩৮)।

গ্রুপ– 'বি' মধ্য রেলওয়ে, পশ্চিম রেলওয়ে, পশ্চিম–মধ্য রেলে, দক্ষিণ–পূর্ব মধ্য রেলে– ছেলেদের ৪৪০টি (জেনাঃ ৩২৯, তঃ জাঃ ৪২, তঃউঃজাঃ ১৮, ওবিসি ৫১), মেয়েদের ৭১২টি (জেনাঃ ৩৮৮, তঃজাঃ ৯২, তঃউঃজাঃ ৪৫, ওবিসি ১৮৭)।

গ্রুপ– 'সি' পূর্ব রেলওয়ে, পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, দক্ষিণ–পূর্ব রেলে, পূর্ব উপকূল রেলে– ছেলেদের ১২৮৭টি (জেনাঃ ৮৭৭, তঃজাঃ ১৮৪, তঃউঃজাঃ ১৩৪, ওবিসি ৯২), মেয়েদের ১৩৯১টি (জেনাঃ ৮১৬, তঃজাঃ ২০১, তঃউঃজাঃ ১৩২, ওবিসি ২৪২)।

গ্রুপ–'ডি' উত্তর রেলওয়ে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, উত্তর পশ্চিম রেলে, উত্তর মধ্য রেলে– ছেলেদের ১,০৪৬টি, (জেনাঃ ৭৬১, তঃজাঃ ১৫২, তঃউঃজাঃ ৬৮, ওবিসি ৬৫), মেয়েদের ১০০৬টি (জেনাঃ ৬৪৬, তঃজাঃ ১৪১, তঃউঃজাঃ ৭৫, ওবিসি ১৪৪)।

গ্রুপ 'ই' : উত্তর সীমান্ত রেলে– ছেলেদের ১৬০টি (জেনাঃ ১৩৬, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১২, ওবিসি ৭), মেয়েদের ১৮০টি (জেনাঃ ১২৮, তঃজাঃ ২৭, তঃউঃজাঃ ২৪, ওবিসি ২১)।

গ্রুপ 'এফ' : রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সে ছেলেদের ৬৬৬টি (জেনাঃ ৩৭৮, তঃজাঃ ৬৬, তঃউঃজাঃ ১৮, ওবিসি ২০৪)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 01/2018.

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন কম্পিউটার বেসড টেস্ট (CBT), শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে।

অনলাইন কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে সেপ্টেম্বর–অক্টোবরে। এই পরীক্ষায় ৯০ মিনিটের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ঃ (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০টি প্রশ্ন, (২) অ্যারিথমেটিক ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, সিকিম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরামের প্রার্থীদের বেলায় প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি, হিন্দি, উর্দু, মণিপুরী, আসামিজ ও ওড়িয়ায়।

লিখিত পরীক্ষায় ৩৫% (তপশিলী হলে ৩০%) নম্বর পেলে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়, (২) ৪ ফুট হাই–জাম্প, (৩) ১৪ ফুট লং জাম্প।

মেয়েদের বেলায় থাকবে (১) ৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ ফুট হাই–জাম্প, (৩) ৯ ফুট লং জাম্প। দৌড় পরীক্ষায় ১ বার ও হাই জাম্প ২ বার সুযোগ পাবেন।

শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ধরা হবে না। তবে এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাইন নম্বর পেতে হবে। কবে কোথায় পরীক্ষা হতে তা কল লেটার পাঠিয়ে জানানো হবে। পরীক্ষার ১০ দিন আগে ই–অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। একজন প্রার্থী একটিই দরখাস্ত করবেন। একাধিক দরখাস্ত করলে বাতিল হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত জেরক্স নিয়ে যাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ জুন থেকে ৩০ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে www.indianrailways.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থারকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। ফটোর মাপ হতে হবে ৪.৫×৩.৫ সেমির মধ্যে, ১০০ ডিপিআই'তে সেমির মধ্যে, ১০০ ডিপিআই'তে ১৫–৪০ কেবির মধ্যে। এছাড়াও একই ফটোয় ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। তপশিলীরা পরীক্ষা ফী'তে ছাড় নিচে চাইলে তপশিলী সার্টিফিকেট জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন ৫০–১০০ কেবির মধ্যে। প্রথমে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'Online/E-Application' ক্লিক করলে 'New Registration' পাবেন। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পাসওয়ার্ড ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো ও কাস্ট সার্টিফিকেট (যদি লাগে) আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, সংখ্যালঘু ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ২৫০) টাকা অনলাইনে বা অফলাইনে দিতে হবে। অনলাইনে টাকা দেবেন নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে ২ জুলাইয়ের মধ্যে। অফলাইনে টাকা দেবেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানে কিংবা পোস্ট অফিসের চালানে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে। আরো বিস্তারিত তথ্য ওই ওয়েবসাইটে পাবেন। কম্পিউটার বেসড টেস্ট দিলে ৪০০ (তফশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, সংখ্যালঘু ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রার্থীরা ২৫০) টাকা ফেরৎ পাবেন।

বিমা কোম্পানিতে ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেনারেল ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া 'স্কেল–1 অফিসার' পদে ২৪ জন লোক নিচ্ছে।

মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে ডিগ্রি বা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স হতে হবে ৮–৫–২০১৮'র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ৯–৫–১৯৮৮ থেকে ৮–৫–১৯৯৭'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি'রা ৩ বছর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৩২,৭৯৫–৬২,৩১৫ টাকা। শূন্যপদ ঃ ২৪টি (জেনাঃ ১৩, ওবিসি ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে জুন–জুলাইয়ে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা ও গ্রেটার কলকাতায়। লিখিত পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের ১২০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) হায়ার অর্ডার রিজনিং এবিলিটি/ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অফ রিজনিং – ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৩) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৪) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৫) টেস্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট অ্যান্ড কম্পিউটার লিটারেসি– ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন।

এছাড়াও ডেসক্রিপ্টিড টাইপের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ প্রবন্ধ লেখা, প্রেসি লেখা ও কম্প্রিহেনশন। ৩টি প্রশ্ন হবে। মোট ৩০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.gocofindia.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তফশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ মে – ২৫ মে, ২০১৮

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

শব্দবার্তা ৭৯

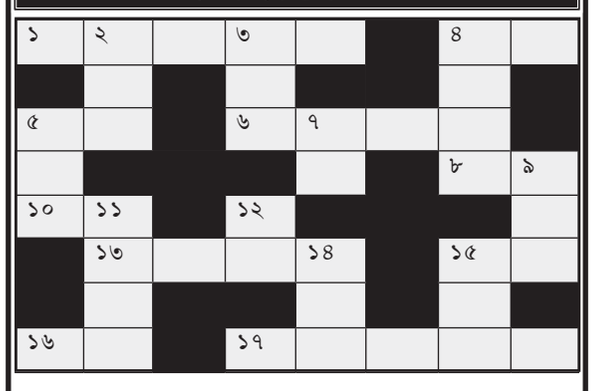

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যুদ্ধ, সংগ্রাম ৪। বাদানুবাদ ৫। শুল্ক, খাজনা ৬। খেলায় বা প্রতিযোগিতায় জয় ৮। সম্মতি ১০। অস্থায়ী মঞ্চ ১৩। যে পালিয়ে গেছে ১৫। তীর, কূল ১৬। কম নয় ১৭। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত বৈদিক সম্প্রদায়।

উপর–নীচ

২। দিল্লির বিখ্যাত সংশোধনাগার ৩। জমির পরিমাণ ৪। ন্যূনাধিক, কম–বেশি ৫। ইসলাম ধর্মের মূল বাক্য বা ইষ্টমন্ত্র ৭। ঘোড়ার সাজ ৯। অঞ্চল, প্রদেশ ১১। পেয়াদা ১২। ভিত্তি, বনিয়াদ ১৪। অত্যন্ত কুৎসিত, জঘন্য ১৫। 'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর—'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭৮

পাশাপাশি : ৪। চাক ৬। রণনৈপুণ্য ৮। রজব ১১। অকর ১৩। আই পি এল ১৫। দম।

উপর–নীচ : ১। খাঁচা ২। প্রাণ ৩। পুণ্যবান ৫। কদর ৬। রবাব ৭। নৈয়মিক ৯। জলপিপি ১০। আর আর ১১। অঞ্চল ১২। রসদ ১৪। একা ১৬। মত্ত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের দিন বুথে ভোট দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ নয়া পাড়ার বাসিন্দা আরিফ আলি গাজী। এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বলেই পরিচিত ছিল পেশায় দিনমজুর ও ঠিকাদারির কাজ করা আরিফ। স্থানীয় বালিরচর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোমবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর ২৪ ঘন্টার বেশি কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার পর কার্যত শোকাহত আরিফের পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। সকলেই চাইছেন দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

সোমবার সকাল সকাল স্থানীয় বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি থেকে চারশো মিটার দূরে বালিরচর বাজার লাগোয়া বালিরচর অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভোট দিতে গিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী আরিফ আলি গাজী। ভোটের লাইনে সকলের সাথে দাঁড়িয়েছিলেনও তিনি। কিন্তু আচমকা ওই বুথে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ দুষ্কৃতীরা সকলেই এসইউসিআই ও সিপিএম কর্মী। বুথের সামনেই বোমা মারে দুষ্কৃতীরা। বিস্ফোরণে চারিদিক কেঁপে উঠলে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে থাকেন ভোটাররা। সেই সুযোগে বুথের ভিতরে ঢুকে দেদার ছাপ্পা চলে বিনা বাধায়। এলাকায় মুহুর্মুহু বোমা পড়তে থাকলে পালাতে যান আরিফ । সেই সময় তার বাইকের চাবি পকেট থেকে পড়ে গেলে তা তুলতে পিছন ঘুরলেই আরিফকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। বুকে গুলি লাগে আরিফের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এসইউসিআই ও সিপিএম এর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আরিফের পরিবার ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনার পর ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় কার্যত হতাশ নিহতের পরিবারের সদস্যরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পূর্ব বিজেপির যুব মোর্চার সম্পাদক রতন নস্কর বলেন যে কোনও মৃত্যু বেদনাদায়ক,প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে দোষী ব্যাক্তিদের কে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।অন্যদিকে সকলস্তরের মানুষজন চাইছেন দোষীদের গ্রেফতার করুক পুলিশ, আর আরিফের মা চাইছেন শান্তি ফিরুক এলাকায়।

গণনাকেন্দ্রের কাছে পুলিশকে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি :ভোট গণনা প্রক্রিয়া চলার মাঝেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজে গননা কেন্দ্রের সামনে উত্তেজনা ছ।য়। পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা,গুলি চালায় বলে অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ চার পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আহত পুলিশ কর্মী বিপ্লব প্রামাণিক,তারক বিশ্বাস,কৃষ্ণেন্দু গায়েন,বাবলু দাস,এসআই সামাউন বাসার দের কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে দুষ্কৃতীদের হটিয়ে দেয়। এই ঘটনায় পাঁচজন আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার গণনা চলাকালীন দক্ষিণ ২৪ পরগণনা জেলার ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজের মূল গেট থেকে ১০০ মিটার দূরে কলেজ মোড় এলাকায় থাকা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে একদল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। তাতে বাধা দিতে গেলেই পুলিশের সাথে বচসা বাঁধে। এরপরই তিন সিভিক সহ এক পুলিশ কর্মীকে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশ কর্মী বাবলু দাস সহ কৃষ্ণেন্দু গায়েন ও তারক বিশ্বাস নামে দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার গুরুতর জখম হয়। মাথা ফাটে দুজনের। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলের দিকে এগোলেই পুলিশকে লক্ষ্য করে দু রাউন্ড গুলি,পাঁচটি বোমা, সহ ইট পাটকেল ছোড়ে অভিযুক্তরা। বেশ কয়েকটি পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী দুষ্কৃতীদের হটাতে এলাকায় ব্যাপক লাঠিচার্জ করে।

শাসকদলকে হারিয়ে পঞ্চায়েত দখল করল নির্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শাসকদলকে হারিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি আসনে জয় পেল নির্দল প্রার্থীরা। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতেই নয়, পঞ্চায়েত সমিতির ও সবকটি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই ঘটনার জেরে এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। ভোটের রেজাল্ট সামনে আসার পর থেকেই এলাকায় আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছেন নির্দল প্রার্থী ও তার অনুগামীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০০৮ সালেই ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৩ সালে ও এই পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই ছিল। কিন্তু গত বিধানসভা ভোটের আগে এলাকার বিধানসভার টিকিট কে পাবেন তা নিয়ে গোল বাঁধে শম্ভুনগর এলাকার তৃণমূল নেতা চিত্ত প্রামাণিকের সাথে এলাকার বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ন্তবাবু টিকিট পান। কিন্তু জয়ন্ত নস্করের বিরোধিতা করেন। ফলে এই শম্ভুনগর এলাকায় পাঁচ হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন জয়ন্ত নস্কর। কিন্তু বিধানসভা ভোটে জয়লাভের পর এই বিষয়টিকে ভালো ভাবে নেননি জয়ন্তবাবু। ফলে চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিকের সাথে কার্যত সামনা সামনি বিরোধ শুরু হয়ে যায় তার। সেই কারণে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চিত্ত প্রামানিক ও তার অনুগামীদের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও টিকিট দেননি জয়ন্ত নস্কর। সেই কারণে কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন চিত্ত প্রামানিক ও তার অনুগামীরা। এই নির্দলদের চাপে কার্যত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভালভাবে প্রচার ও করতে পারেননি তৃণমূল প্রার্থীরা। আর নির্বাচনের ফল সামনে আসতেই দেখা যায় এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১১ টি আসনের মধ্যে ১১টি তেই তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি আসনে ও বিপুল জয় পেয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। এখানে নির্দল প্রার্থীদের কাছে প্রচুর ভোটে হেরে কোনঠাসা এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

নির্দলের মারে মাথা ফাটল তৃণমূল কর্মীর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–দিব্যি শান্তিতেই চলছিল ভোটপর্ব। আচমকা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নির্দল প্রার্থীর দুষ্কৃতীরা বুথের মধ্যে ঢোকে ছাপ্পা মারার জন্য। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ আচমকা এমন গণ্ডগোল হওয়ায় সাধারণ ভোটাররা প্রাণ ভয়ে দৌড়াতে থাকেন। এরপর ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ প্রহ্লাদ হালদার নামে এক তৃণমুল সমর্থককে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে শাবল,রড দিয়ে। এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলিও চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৭/৮ জন গুরুতর জখম হন। আহতদের উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে চিকিসার জন্য ভর্তি করা হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রহ্লাদ হালদার কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মসজিদবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮২/৮৩নং বুথের ঘটনায় বাসন্তী থানায় ২৪ জন নির্দল সমর্থকের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনায় নির্দল প্রার্থী পুরবী বেনিয়া কে আটক করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। বৃদ্ধ প্রহ্লাদ হালদারের মাথায় ব্যাপক আঘাত লাগায় তাঁর সিটি স্ক্যান হয় এবং মাথায় ১০ টি সেলাই হয়।

জেলার অশান্তির আঁচে সিক্ত ভোট

পার্থ ঘোষ, বারাসত : জেলা জুড়ে অশান্তির ভোটে জিতল তৃণমূল। নানা টালবাহানার মধ্যে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট অতি ঢিলেমির মধ্যে শুরু হলেও শেষ মুহূর্তে শাসকদল তৃণমূল তাদের নিজের ক্ষমতা বেশ খানিকটা হলেও খাটাতে সচেষ্ট হয়েছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৫৭টি জেলা পরিষদের সিটের মধ্যে আগেই শাসক দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়। ৯টি আসনে, বাকি ৪৮টি আসনের সবকটিতেই বিজয়ী হয়েছে শাসকদল। পঞ্চায়েত সমিতির ২২টির সবকটিতে বিজয়ী হয় এই সবুজ দল। অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতও তাদের দখলে গিয়েছে। কিন্তু গত ১৪ তারিখের নির্বাচনে জেলা জুড়ে নানা প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসতে থাকে। আক্রান্ত বিরোধী সমর্থক, প্রার্থী,

তাঁদের আত্মীয় এজেন্ট ও কখনো প্রার্থীরা। দত্তপুকুর ১৮২ নং পার্ট থেকে বিজেপি প্রার্থী প্রবীর মণ্ডলকে বের করা হয়। কদম্বগাছি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মাফিজার রহবান এর সমর্থক হাসেম আলি তরফদারকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আমডাঙার অন্তর্গত পাঁচপোতায় বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় সিপিএম সমর্থক তৈমুর গাইন নামে এক যুবকের। এছাড়া সাধনপুরে বিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হন টিএমসি কর্মী নুরুল আমীন। এছাড়া ওই দিন সকাল থেকেই অশান্তির খবর আসতে থাকে। জেলার নানা প্রান্ত থেকে। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত গোপালনগরের কাছে কিছু দুষ্কৃতীদের কাছে আক্রান্ত হন শেখর দে ও সত্যজিৎ চক্রবর্তী নামক বারাসতের দুই সাংবাদিক। আহত ওই দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আমডাঙার ভালুদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাঠি ও বোমার আঘাতে জর্জরিত হতে দেখা যায় পুলিশ কর্মীরাও। অশান্তির আঁচ এতটাই ছিল যে জেলার বারাসাত ১ নম্বর ব্লকে ২টি, ২ নং এ ১টি, আমডাঙা ব্লকে ১০টি বুথে পুনর্নির্বাচন করতে হয়। এখানেই শেষ নয়, বারাসাত ব্লক–১–এ দেবাশিস সরকার নামে একজন বিজয়ী প্রার্থীকেই পুলিশের সামনে মারার অভিযোগ ওঠে বারাসতের গণনা কেন্দ্রে। সব মিলিয়ে বিজয়ী তৃণমূল দল এখন অপেক্ষায় যার যার নিজের কাজপ্রণালী আবাহনের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। তবু এই পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে কটি মৃত্যু বিসর্জনের খবর এল তার দায় কার উপর বর্তাল সে বিষয়ে সকলেই নিরুত্তর।

ছেলের হাতে বাবা মায়ের দেহ ফেরাল আদালত

অরিজিত মণ্ডল, কলকাতা ঃ কাকদ্বীপে রহস্যজনক ভাবে আগুনে নিহত সিপিএম সমর্থক দম্পতি দেবু দাস ও উষা দাসের দেহ ময়না তদন্ত হওয়ার পরও পরিবারের হাতে দেহ তুলে না দেওয়ায় দেহ পেতে আদালতে গেল ছেলে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে বুধবার দুটি দেহের ময়নাতদন্ত হয়। কিন্তু সৎকারের জন্যে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে সন্ধ্যায় অবস্থান বিক্ষোভে বসেন সিপিএম নেতৃত্ব। মহম্মদ সেলিম, শ্যামল চক্রবর্তী, সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলী সহ কলকাতা ও দক্ষিন ২৪ পরগনা সিপিএম সমর্থকরা হাজির হন সেখানে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশানকে চিঠি লেখেন সিপিএমের জেলা সভাপতি শমীক লাহিড়ি। বিশ্বাস করবেন এ রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন।

দম্পতির ছেলে দীপঙ্কর দাস ও পরিবারের অন্যন্যরাও এই বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল ছিল। অবস্থান বিক্ষোভে অনড় থাকলেও মৃতদেহ কেন ছাড়ছে না তার কোন ব্যাখ্যা মেলেনি। কিছু সময় পর বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী ডিজি সুরজিত করপুরকায়স্থ কে ফোন করলে তিনি জানান যে মিটিং এ আছেন। এ বিষয়ে পরে কথা বলবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় ছেলে দীপঙ্কর। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে মা বাবার দেহ ফেরত পাওয়ার জন্যে মামলা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় ছেলে। শুক্রবার শুনানির পর বিচারক ছেলের হাতে বাবা মায়ের দেহ তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মতো ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গ থেকে দীপঙ্করের হাতে বাবা মায়ের দেহ তুলে দেওয়া হয়। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে কলকাতায় আজই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

উন্নয়নের জয় : নির্মল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মূলত 'বদলা নয়, বদল চাই' এই স্লোগানকে সামনে রেখে পরিবর্তনের সরকার হিসেবে ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। যে জয়ের সূচনা তৈরি হয় ২০০৮–এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়যাত্রার মধ্যে দিয়ে। বাস্তবিকভাবেই ক্ষমতায় আসার পর শাসক দল হিসেবে তৃণমূল বদলার পথে হাঁটেনি। বরং উন্নয়নের দিকে নজর দেয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত কন্যাশ্রী সহ একাধিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এমন কি গত বিধানসভা নির্বাচনে নেত্রীর উপর আস্থা রেখে ভোটদানের আবেদনে অভাবনীয় সাফল্যও আসে। এক কথায় যা ঐতিহাসিক। কিন্তু এর পরেও এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই জনগণের উপর থেকে আস্থা ওঠার কি এমন কারণ ঘটল, যে রাজ্যের এক মন্ত্রীকে রীতিমতো ঢাক–ঢোল পিটিয়ে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে বিরোধীশূন্য করার জন্যে পাঁচ কোটি টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করতে হল? আর এই ঘোষণার জেরে রাজ্যের প্রতিটি জেলার কর্মী সমর্থকরা উৎসাহিত হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বিরোধীশূন্য করতে উঠে পড়ে লাগলেন। যার কোনও দরকার ছিল না। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে চাপান–উতোর

আছে। পাশাপাশি আছে মহামান্য আদালতের বিচার ব্যবস্থা। তবে সার্বিকভাবে জনমত ও ভোটের ফলাফল নিঃসন্দেহে শাসকদলের পক্ষে। অভাবনীয় এই সাফল্যের কারণ সম্পর্কে বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'সারা বাংলায় উন্নয়ন এবং প্রগতির কাণ্ডারী হলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন। একারণেই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এতবড় জয় লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যে রেকর্ড ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম শাসকদলের বিরুদ্ধে যে কুৎসা ছড়িয়েছিল, মানুষ তার জবাব দিয়েছে।' উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'উত্তর চব্বিশ পরগনায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে এবং তৃণমূল সেরা ফলাফল করেছে, যা কিনা দলের নীতি এবং আদর্শে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পথে এই জেলা রেকর্ড জয় পেয়েছে। জেলা পরিষদে রেকর্ড ফলের পাশাপাশি জেলার বাইশটি ব্লকেই আমরা বোর্ড গঠন করছি। এছাড়া ১৯৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের জয়লাভ হয়েছে। যা সর্বকালের রেকর্ড। এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জয় এবং মানুষের জয়। মানুষ উন্নয়নের পক্ষে এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে এই জেলায় থাবা বসাতে পারবে না, এই ফলাফল সেই বার্তা বহন করছে।'

ক্যানিংয়ে নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের বেধড়ক মারধোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় গুরুতর জখম অন্তত পাঁচজন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা এলাকার ঘটনা। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন নারদ হালদার, প্রেমচাঁদ সরদার ও বাবুলাল হালদার নামে তিনজন নির্দল সমর্থক। অভিযোগ ভোটে জয়ের পর এলাকায় বিজয় মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। চলে বক্স বাজিয়ে দেদার ফূর্তি।

সেই সময় কয়েকজন নির্দল কর্মী বাজারে এলে তাদের দেখে কটূক্তি করে তৃণমূল কর্মীরা। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলেই তাদের উপর কোদালের বাঁট, লাঠি ও ইট দিয়ে আঘাত করা হয়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন নির্দল সমর্থকরা। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।

পুনর্নির্বাচনের বুথে দাবাং পুলিশ

সব্যসাচী সান্যাল: পুলিশ প্রশাসন যদি শক্ত হাতে হাল ধরে তাহলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা যে পলায়ন করে তার পরিচয় মিলল ৫৭২ টি বুথে পুর্ননির্বাচনের সময়।পুলিশকে দেখা গেল একেবারে দাবাং সিনেমার নায়কের মতো। চায়ের দোকানে ঢুকে কাঁচরাপাড়া থেকে আসা তৃণমূলের হয়ে ভোট লুঠ করতে আসা হিরোদের পাকড়াও করে কলার চেপে ধরা কিংবা বাইক বাহিনীকে তাড়া করে বুথ চত্বর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অথবা হ্যাঁচকা টান মেরে গাড়ির লক ভেঙে বেওয়ারিশ মোটর সাইকেল থানায় জমা দেওয়া প্রভৃতি দৃশ্য চ্যানেলগুলির সৌজন্যে রাজ্যবাসীর নজরে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন আর তৃণমূল দলের অঙ্গুলীহেলনে চলা নির্বাচন কমিশন ১৪ তারিখে একদফায় নির্বাচনের জন্য যদি জেদাজেদি না করত তাহলে অকালে অমূল্য ২৪ টা প্রাণ যেত না। তবে ভোটারদের মারমূর্তি আর প্রতিরোধ গড়ে রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেকটা ভূমিকা গ্রহণ করেছে।এমনকি মহিলারা তৃণমূলের ভোট লুঠেরাদের লাঠি ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে গেছে এবং তৃণমূলের বুথ দখলকরা ভোট লুঠেরাদের গণপিটুনিতে দু চারজন মারা গিয়েছে।

এসব দুবৃর্ত্তদের মৃত্যুতে তৃণমূলের মহাসচিব সহানুভূতি জানিয়েছেন। কিন্তু অন্য দলের খুন হওয়া রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য নয়। মিডিয়া এখন খুব সজাগ। তৃণমূলদলের রাজনৈতিক নেতাদের চমকানো ধমকানোকে খুব একটা ভয় পায় না। রাজ্যবাসী এখন চায় দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো শান্তিপূর্ণ ভোট আর অবাধ নির্বাচন।সব থেকে ভাল হয় দীর্ঘদিন কোন রাজনৈতিক দলকে শাসন ক্ষমতায় না রেখে প্রতি ৫ বছর অন্তর বাংলার শাসনের জন্য রাজনৈতিক দল পাল্টানো দরকার এই রাজ্যের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য দুর্নীতি বাসা বাঁধছে আর পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে । যদিও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির দলীয় সমর্থক বাছতে গেলে ঠগ বাঁচতে গা উজারের অবস্থা হবে।

তৃণমূলের শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বিশেষ করে যখন উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী যখন প্রকাশ্য রাস্তায় কোনও ব্যাক্তিকে চড় মারে এবং তা আবার টিভির পর্দায় দেখা যায়। ইতিমধ্যে যা নির্বাচনের ফল বেড়িয়েছে তাতে কিছু বেশ কিছু ছাপ্পা ভোটের সম্ভাবনা থাকলেও বিজেপি এবং বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বেশ ভাল ফলই করেছ।সিঙ্গুর গ্রাম পঞ্চায়তে বামেরা ২০১৩ আসনে জিতলেও এবার এক ধাক্কায় কমে ১৬ টিতে দাঁড়িয়েছে সেখানে বি জে পি র গতবারের ৩ টি আসন থেকে বেড়ে এ বার ২৮ টি হয়েছে। গত বারের ভোটে জিতেও এবার শাসক দলের টিকিট না পাওয়ার জন্য আম,বালতি,নলকূপ,বট এবং জোড়াপাতা চিহ্নে দাঁড়ানো বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের প্রার্থীরা ১১ টি অঞ্চলেই দখল করেছে ২৬ টি আসন।তিনটে পঞ্চায়েতে জয় পেতে শাসক দলের রীতিমত ঘাম ছুটেছে।

তার মধ্যে বড়া পঞ্চায়েতে ১৮ টি আসনের মধ্যে শাসকদল ৯, বিজেপি ৮ ও সিপিএম ১ ।বাসুবাটি পঞ্চায়েতের ১৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৭ টি,বিজেপি ৪ টি এবং নির্দল ২ টি পেয়েছে। আনন্দনগর পঞ্চায়েতের ১২ টি আসনের মধ্যে শাসকদল ৭ টি তে জয়ী হয়েছে। সিপিএম পেয়েছে ৪ টি আসন আর নির্দল ১ টি। এই তিন পঞ্চায়েতে বিরোধীরা যদি বোঝাপড়া করে নেয় তাহলে শাসকদলের নেতাদের দুশ্চিন্তা অনেক বাড়বে। শাসকদলের একতরফা সন্ত্রাসের কাছে এবারের পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী কোনও দলই সিঙ্গুরে সুবিধা করতে পারেনি,সিঙ্গুরও তার বাইরে নয়।

সোনারপুরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে তৃণমূলের জয়জয়কার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে হাইকোর্টের নির্দেশে ১৬ই মে ভোট পর্ব শুরু হওয়ার সময় সকাল ১০–৩০ মিনিটে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কুলতলি তে খুন হয় যুব তৃণমূলের কংগ্রেসের এক সদস্য আরিফ আলি গাজী, এছাড়া শেষ খবর পাওয়া যায় ভাঙড়ে গুলি চলে আরাবুলের বাহিনী ভোটের দিন দাপিয়ে বেরিয়েছে উত্তর গাজীপুরে স্কুলে ছাপ্পা ভোটে অভিযোগ এসেছে প্রিসাডিং অফিসার অসুস্থ হওয়ার কারণে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। এই দুটি বা তিনটি জায়গায় ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়। অন্যত দিকে সোনারপুর বারুইপুরে ভোট নির্বিঘ্নে হয়। সোনারপুরে বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রে দেখা যায় বিজেপি, সিপিএম ও তৃণমূলের প্রার্থীরা একসঙ্গে বসে আড্ডা মারতে দেখা গেছে। যেমন খেয়াদহ, উল্লেখ্য এই খেয়াদহ অঞ্চল এটি পুলিশের খাতায় অতি স্পর্শকাতর এলাকা বলে গণ্য ।সেই খায়াদহ ১, ২ তে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। বনহুগলি –২ সকাল থেকে তৃণমূলের মাসলম্যানরা উপস্থিত থেকে তারা কংগ্রেস প্রার্থী সুখেন খেলুয়াকে পরাস্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। এছাড়া সোনারপুর বারুইপুর ভোট পর্ব শান্তিতে সম্পূর্ণ হয়েছে। সোনারপুরের ফলাফল বেরোতেই সবুজ আবির খেলা শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যায় জয়ীরা সার্টিফিকেট নিতে লাইন দেয় বিডিওর কাছে অর্থাৎ রিটানিং অফিসারে ঘরে। সর্বশেষ খবর সোনারপুরে পঞ্চায়েত সমিতি ভোটে তৃণমূল ৩০টি আসনের ৩০টিতেই জয়ী হয়েছে আর জেলা পরিষদে ৩টি আসনে তিনটেতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল।

গোসাবা–বাসন্তী–ক্যানিংয়ে তৃণমূলের জয় জয়কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরোধীদের যতমত ততপথ এবং দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলকে অতিক্রম করে ক্যানিং মহকুমায় ক্ষমতা ধরে রাখলো শাসক দল। আগেই ক্যানিং ২নং ব্লকে ওয়াক ওভার পেয়ে গিয়েছিল শাসক দল। এবার গোসাবা–বাসন্তী–ক্যানিংয়ে দুএকটি গ্রামপঞ্চায়েত বাদ দিলে পুনরায় জনাদেশ পেয়ে আবার ক্ষমতা দখল করলো শাসক দল। তবে যে গুটি কয়েক জায়গায় ফল মারাত্মক খারাপ হয়েছে সেগুলির জন্য গোষ্ঠী কোন্দলই দায়ী। আবার এই গোষ্ঠী দ্বন্দের জেরেই যারা দলীয় টিকিট পাননি তারা নির্দল প্রতীকে জয় পেয়েছেন।

গোসাবা ব্লক ঃ গোসাবা গ্রাম পঞ্চায়েত ,মোট আসন ১৫,তৃণমূল১৩, বিজেপি২//রাঙাবেলিয়া গ্রামপঞ্চায়েত মোট আসন ১২,বিজেপি ৬,তৃণমূল ৬, সাতজেলিয়া মোট আসন ১৭,বিজেপি ৫,তৃণমূল ১১ ১টি টাই// লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েত মোট আসন ১৭,বিজেপি ৬,তৃণমূল ১১// ছোটমোল্লাখালি পঞ্চায়েত মোট আসন ১৪,বিজেপি৫,তৃণমুল ৭,সিপিএম২// শম্ভুনগর গ্রামপঞ্চায়েতে মোট আসন ১১,সবগুলিতেই নির্দল প্রার্থী জয়ী,এছাড়া কুমীরমারী, বালি১ ও ২ নং, আমতলী, রাধানগর তারানগর, কচুখালি, বিপ্রদাসপুরে বিরোধীদের ধরাশায়ী করে একটি আসন না হারিয়ে তণমূল কংগ্রেস জয়ী হয় সব আসনে।

ক্যানিং ১ নং ব্লক গ্রাম পঞ্চায়েত

গোপালপুর মোট আসন ১৮,তৃণমূল ৭, নির্দল৬,সিপিএম ২,এসইউসিআই ৩//ইটখোলা,মোট আসন২১,তৃণমূল ১৯,নির্দল২//মাতলা ১নং মোট আসন৯,তৃণমূল৭,নির্দল২//দাঁড়িয়া মোট আসন১৪,তৃণমূল ১২,নির্দল ১//তালদি মোট আসন ২৪,তৃণমূল ২২,বিজেপি২//হাটপুকুরিয়া মোট আসন১৬,তৃণমূল ১৬//নিকারীঘাটা মোট আসন ২১,তৃণমূল ১১,নির্দল৮,বিজেপি ২//মাতলা ২ নং মোট আসন ১৪,তৃণমূল ১৪//বাঁশড়া মোট আসন ২৯,তৃণূল ২৯//দিঘীরপাড় মোট আসন ২৪,তৃণমূল ২১,কংগ্রেস ৩।

বাসন্তী ব্লকঃ

চুনাখালী মো

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১৯ মে – ২৫ মে, ২০১৮

বাম রিগিংয়ের কপি–পেস্ট করছে তৃণমূল

একসময়ের রিগিংয়ের জেনারেল বলা হত যাদের সেই বামপন্থীদের বৈজ্ঞানিক শিল্পকলাকেও বোধহয় হার মানিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক দল। বস্তুত সিপিএম জমানার যে অরাজকতা, স্বৈরতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ তাই যেন ফিরে ফিরে আসছে তৃণমূলের আমলে। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকের সন্ত্রাসকে সিদ্ধার্থ রায়ের শাসনাধীন কুখ্যাত কংগ্রেস জমানার থেকেও বেশি মার্কস দিতে দেখা যাচ্ছে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষককে। তাও তো মোট আসনের এক তৃতীয়াংশে শাসকের দাপটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেনি বিরোধীরা। দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়েই এই তাণ্ডব, এতগুলি প্রাণের সংহার। যদি সর্বত্র ভোট হত তাহলে না জানি আরও কত প্রাণের বলিদান ঘটত। যাঁরা মারা গিয়েছেন, বা ফলাফল পরবর্তী সময় যাঁরা আক্রান্ত হবেন তাঁরা কী কেউ নেতা–মন্ত্রী গোছের লোক। খোঁজ নিয়ে দেখুন এঁরা সকলেই অত্যন্ত হতদরিদ্র পরিবারের মানুষ। এঁদের গায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের লেভেল এঁটে ফায়দা তুলতে চাইছে। শাসক বা বিরোধী কারোরই প্রথম শ্রেণির কোনও নেতা এই ভোটে কেন কোনও ভোটেই মরেন না। মরতে হয় উলুখাগড়া পাবলিককে। আর তাঁদের মৃতদেহ নিয়ে কামড়াকামড়ি করে ওই পশুবৃত্তির রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের বশংবদরা। অথচ কিছুদিন আগেই গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। সদ্য শেষ হয়েছে কর্ণাটক ভোটের ফল গণনা। কোথাও গণ্ডগোলের লেশমাত্র নেই। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যে সবার থেকে আলাদা, সেটা বোঝানোর জন্য ডান–বাম কোনও পন্থার দরকার হয় না। কংগ্রেস জমানার অত্যাচারকে যেমন ছাপিয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্টদের বর্বরতা, তাকে আবার হালফিলে চ্যালেঞ্জ করছে তৃণমূলী সন্ত্রাসের ভয়াবহতা। বস্তুত হিংসার ট্র্যাডিশন এই বঙ্গে যে বেশ ভালোভাবেই জাঁকিয়ে বসেছে তা বোঝা যাচ্ছে পদে পদে। এমনিতে রাজ্যটা পঙ্গু হয়ে রয়েছে বহুদিন ধরেই। কলকারখানা বা নতুন শিল্প স্থাপনের কোনও নামগন্ধ নেই এখানে। যা আছে তা হল পাইয়ে দেওয়ার পলিটিক্স। বাম জমানায় ভোট ম্যানেজমেন্টটা সূক্ষ্মভাবে হত বলে তার দহরম মহরম কম ছিল। এখন তো তৃণমূল জমানায় সেটাই হচ্ছে লাগামছাড়াভাবে। এমনিতে বামেরা যেভাবে ভোট সন্ত্রাস করত তাকেই আরও বৃহত্তর রূপ দিয়েছে এই সরকার। এটা ঠিক বাম জমানার অরাজক রাজত্ব থেকে বেরিয়ে আসার পর অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের কাজের বন্যা বইয়ে দিয়েছে মা–মাটি–মানুষের সরকার। তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে গ্রামবাংলাই। তারপরেও কেন সিপিএমের রিগিংয়ের কপি–পেস্ট করতে হচ্ছে সেটা কিছুতেই বোধোগম্য হচ্ছে না। এতে যে বিরোধীরা হাতে বড় অস্ত্র পেয়ে যাচ্ছে তা কি ঘাসফুলীদের মাথায় ঢুকছে না। না মাত্র ৭ বছরেই ক্ষমতার দম্ভে বোধশূন্য হয়ে পড়েছেন তারা। এই সন্ত্রাসের চিত্র কিন্তু ঢেকে দিচ্ছে সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম–নেতাই গণহত্যার পরবর্তী লড়াকু মুখগুলিকে। সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে শাসকের মিথ্যা আস্ফালন ও অত্যাচারী মানসিকতা। সাধারণের সঙ্গে নাড়ির যোগ কমতে থাকলে বেশিদিন যে ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না এই বুঝটা তো চরম মুর্খও বোঝে না। বুঝছে না খালি আমাদের শাসকরাই।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

যতই আমরা বৃদ্ধ হই, যতই আমরা এই জগতে ঘা খাইতে থাকি, ততই আমরা অনুভূতিহীন হইয়া পড়ি, আর সে–সকল ঘটনা বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেগুলিকেও আমরা অবহেলা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজস্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমরা এইসকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়া বিস্মিত হই ও সেগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর এইরূপ বিস্ময়ই জ্ঞানলোক প্রাপ্তির প্রথম সোপান। শব্দের উচ্চ দার্শনিক আধ্যাত্মিক মূল্য ছড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবের জীবন রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় করিয়া থাকে। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি,

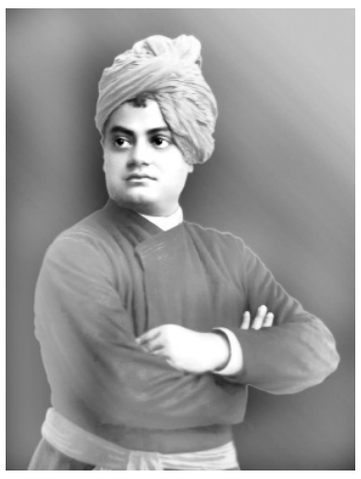

আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। আমার কথা দ্বারা বায়ুর যে কম্পন হইতেছে, তাহা তোমার কর্ণে গিয়া তোমার স্নায়ুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পার না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে 'মুর্খ' বলিল– অমনি সে উঠিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তাহার নাকে ঘুষি মারিল। দেখ–শব্দের কি শক্তি। ওই এক নারী দুঃখে কষ্টে কাঁদিতেছে, আর এক নারী আসিয়া তাহাকে দুই চারিটি মিষ্ট কথা শুনাইলেন। অমনি সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইল, তাহার শোক–দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি। ওই এক নারী দুঃখে কষ্টে কাঁদিতেছে, আর এক নারী আসিয়া তাহাকে দুই চারটি মিষ্ট কথা শুনাইলেন। অমনি সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইল, তাহার শোক–দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি। উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচণ্ড শক্তি। এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধান না করিয়াও আমরা দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।

ফেসবুক বার্তা

মেকং নদীর দৈর্ঘ্য ৪,৩৫০ কিলোমিটার। এটি চীন, মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে।

অনাহার–খাদ্যের নির্গমন–বাঁচার আর্তনাদ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি বিপরীত চিত্র। ১৯৪৩–র দুর্ভিক্ষে খাদ্য সংকট। মেদিনীপুরের অজ পাড়াগাঁ থেকে শীতলা–ষষ্ঠী আমিনারা কোলে বাচ্চা নিয়ে কলকাতা শহরতলির বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের করুণ আর্তি 'একবাটি ফ্যান দ্যাবা গো– ফ্যান'– কোলের ছেলেটা দুদিন ধরে কিছু মুখে দেয়নি গো।' মায়ের মন, দুপুর বেলায় খাবারের জন্য দরজায় দরজায় টোকা মারলে সেই সময় সাধারণত ফেরাতেন না। দুদিন অনাহারের মা–সন্তানকে ভাতের ফ্যানের সাথে নিজের ভাতও দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না।

২০১৮। কলকাতার বহুতল ফ্ল্যাটে ছোট পরিবার। স্বামী–স্ত্রী–বাচ্চা। বাবা–মা থেকেও নেই। বৃদ্ধাবাসের গারদে। খাবারের বিপুল বহর। ভাগাড়ের পচা মাংস অথবা কুকুরের মাংসও ফ্রিজে থাকলেও থাকতে পারে। গেটের নিরাপত্তা কর্মীর কাছে কড়া নির্দেশ, আবাসনে ভিখিরি উৎপাত যেন না হয়। খাবার পচুক। কাক–শকুনে ঠোঁট ফিরিয়ে নিক, 'কার কি এসে যায়'। এই খাদ্য সংস্কৃতি শুধু কলকাতা বা তার আশেপাশে নয়, সরকারি সমীক্ষার হিসাব বলছে, সারা দেশে ৫৮ হাজার কোটি টাকার খাদ্য গতবছরে নষ্ট হয়েছে। যা জাতীয় খাদ্য শস্য উৎপাদনের ৭%। প্রতিদিন রাতে প্রতি ৯ জন মানুষের মধ্যে ১জন ক্ষুধার যন্ত্রণায় রাতে ঘুমাতে পারে না। অথচ নরেন্দ্র মোদীর সরকার দাবি করে ভারতে বুভুক্ষু মানুষ নেই।

গতবছর শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভায় কংগ্রেসের সাংসদ মল্লিকার্জুন খার্গে এবং তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন দেশে ৫.২ লক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকান থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধায় মৃত্যুর ঘটনা কেন ঘটছে? মন্ত্রী গণতন্ত্রের পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে ডাহা মিথ্যা বিবৃতি দিলেন। গত পাঁচ বছরে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে নি। ২০১৩ সালে খাদ্য সুরক্ষা

আইনে দেশের ৭৫% গ্রামে এবং ৫০% শহরে ১–৩ টাকা দরে খাদ্য সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিসংখ্যান–এমনকি সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা প্রমাণ করেছে তিনি মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে সংসদকে বিভ্রান্ত করেছেন। খাদ্য সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের ৮০০ মিলিয়ন দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারী জনগণকে সরকার ভর্তুকি দিয়ে দৈনন্দিন খাবার জোগানো। তার জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা সরকারের কোষাগার থেকে দেশের দুই–তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য খরচ করা হবে। এই অন্তোদয় ঘোষণায় দারিদ্র্য সীমারেখাভুক্ত পরিবার পিছু মাসে ৩৫ কেজি খাদ্য শস্য পাবে। ফলে ক্ষুধা দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে দেশের মানুষের মুক্তি ঘটবে।

মনমোহন সিংহর প্রধানমন্ত্রীত্বে ইউপিএ সরকারে খাদ্য সুরক্ষা নিঃসন্দেহে সাধু উদ্যোগ ছিল। কিন্তু ইহার বাস্তব কার্যকারিতা উল্টো তথ্য দেয়। ২০১৭ সালে ১১৯টি দেশের জনগণের খাদ্য কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে জাতিপুঞ্জের উন্নয়নমূলক কার্যসূচি সংস্থা সমীক্ষা করে। এই রিপোর্ট Gobal Hunger Index–এ দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষুধার্ত মানুষের পরিসংখ্যায় ভারতে অবস্থান ১০০–এ। এরপরে রয়েছে পাকিস্তান ১০৬–এ। প্রতিবেশী দেশ নেপাল ৭২, মায়ানমার ৭৭, শ্রীলঙ্কা ৮৪। আর বাজারি পুঁজি সমাজতান্ত্রিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের অবস্থান ২৯।

ক্ষুধা চর্চার বিষয় ভারত। তাই বিষয়গতভাবে ক্ষুধা–অনাহার–অপুষ্টির সার্বিক চিত্রটা কতটা ভয়ংকর তার সমীক্ষালব্ধ পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে। সারা বিশ্বে ৭.১ বিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত। তাই এক–তৃতীয়াংশ ভারতে বাস করে। বিশ্ব মানচিত্রে ৫১০ মিলিয়ন মানুষ খরা প্রবণ এলাকায় না খেতে পেয়ে মারা যায়, তাঁর ৪০ শতাংশ ভারতের মানুষ। প্রতি ঘন্টায় ২০০ জন খিদের জ্বালায় মরে। এক লক্ষের হিসাবে ১৯৪.১ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। এদেশে প্রতি বছর ২১% ৫ বছরের কম বয়সী শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে মারা যায়। শুধু পরিসংখ্যান নয়, বাস্তব ঘটনা তুলে ধরলে বোঝা যাবে কি নির্মম ক্ষুধার চিত্র।

গতবছরে ঝাড়খণ্ডে রূপোলি মান্ডি রেশন কার্ড আধার কার্ডের সাথে লিংক করতে পারে নি বলে দু সপ্তাহ ধরে কোনও খাবার ছিল না। নভেম্বর মাসে ঝাড়খন্ডে ১১ বছরের কিশোরী সহ আরও ৫ জন পরপর আত্মহত্যা করে। কারণ পেটে ক্ষুধার জ্বালা। মোদীর নায্যমূল্যের রেশন দোকানের হয় তাদের পরিচয় নেই, নয়তো আধার কার্ডের সাথে দারিদ্র্য সীমারেখা নীচে থাকা কার্ডের লিংক হয় নি। ঝাড়খন্ডে ১১ বছরের ওই কিশোরীর মৃত্যুর কোনও প্রাকৃতিক কারণ নয়। মানুষের তৈরি কৃত্রিম অনাহারই মৃত্যুর জন্য দায়ী। ওড়িশার কালহান্ডির ২০১৬ সালে সিপিজোড গ্রামে রঞ্জন মাঝি এবং নরসিংহ মাঝির দুস উপজাতির অনাহারে মৃত্যু ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গে ১৩ জন চা বাগান শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু, কচ্ছের রানে অনাহার মৃত্যু রাজস্থানে দলিত এবং উপজাতির খিদের জ্বালায় আত্মহত্যার মতন একাধিক ঘটনা গত ৫ বছরে একের পর এক ঘটেছে। অনাহারের মৃত্যুর ঘটনা কোনও রটনা নয়।

অবাহারে মৃত্যু খাদ্যের দাবিকে সুপ্রিম ভোটে একাধিক জনস্বার্থে মামলাও হয়েছে। ২০১৭ সালে ঝাড়খণ্ডে ১১ বছরের কিশোরীর অনাহারে মৃত্যু এবং সরকারি ক্ষতিপূরণ নিয়ে মামলা চলছে। ২০১৬ সালে স্বরাজ অভিযান বনাম ভারত সরকার মামলায় জনস্বার্থে খাদ্য সুরক্ষার অর্থ স্পষ্ট করে দিয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ ব্যাখ্যা দেয়, ইহা সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের অভাবে খাদ্য সুরক্ষা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার মতন মানব নিরাপত্তার স্বার্থে খাদ্যের অধিকার সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সরকারকে আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে দেশের সামাজিক নায্যতা আইনের কোনও মর্যাদা থাকবে না। খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একাধিকবার হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৯৬ সালে চামেলি সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জনস্বার্থে রায় দিয়েছিল, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য বিশুদ্ধ জল সুচিকিৎসা– শিক্ষা– পরিবেশ বাসস্থান প্রতিটি নাগরিকের আবশ্যিক অধিকার। এই রায়ের ১৭ বছর পর খাদ্য সুরক্ষা আইন চালু হয়। আইন আছে, রেশনিং বা সরকারি বন্টন ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রকৃত গরিব মানুষের খিদে মেটানোর পরিবর্তে এক শ্রেণির ফঁড়ে রাজনৈতিক নেতা প্রশাসনিক আমলা পুলিশ এই বর্গক্ষেত্রের কারসাজিতে গরিবের খাদ্য বাজারে বিক্রি হয়। আর প্রকৃত ক্ষুধার্ত পেটে কিল মেরে বেঁচে থাকে।

অন্তত বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট এই কথাই বলে। ভারতে ৬৩% ভর্তুকি জাত খাদ্য গরিব মানুষের কাছে পৌঁছয় না। ফঁড়েরা লুঠ করে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট কলকাতা সম্প্রতি সারাদেশে খাদ্য উৎপাদনের ওপর সমীক্ষা করে। এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়। সারা দেশে যা খাদ্য শস্য উৎপাদন হয় তার ১০% খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। বাকি খাদ্য নষ্ট হয়। প্রতি বছর ৩৭০ মিলিয়ন খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্য সরকারি উদ্যোগ বা পদক্ষেপ কেন্দ্র রাজ্যে নেওয়া হয়নি। অমর্ত্য সেন ক্ষুধার সঠিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন ২০১৫ সালে তাঁর The Country of Fast boy গ্রন্থে। ভারতে অনাহারে মৃত্যুর কারণ সম্পদের অভাব নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐকান্তিকতার অভাব।

আদর্শবাদী বিবেকানন্দ গান্ধিজি, বস্তুবাদী কার্ল মার্ক্স তিনজনেই ক্ষুধার যন্ত্রণাকে ঈশ্বরের ওপর স্থান দিয়েছিলেন। স্বর্গমর্তের ভগবান নয়, মানুষের রুটির মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান। কুকুরের মাংস ভোজ নয় কুকুরের মুখে খাদ্য দান। কারণ ইংরাজি Dog শব্দটা উল্টে দেখুন তার অর্থ পাল্টে গিয়েছে।

গাছ বিনা গৃহস্থ, যেন ফণিহারা মণি

এই পৃথিবী ও তার সমস্ত জীবকুল একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, পাহাড় ও মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, মরুভূমি এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে, বৃষ্টি কমে আসছে, মোট কথায় এই পৃথিবী, আমাদের একমাত্র বাসস্থান দিন দিন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। শুধু মানুষ নয়, ক্রমশ অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষেও এই গ্রহে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে? অনেক প্রাণী তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই প্রেক্ষিতে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে আমাদের এই বিশেষ প্রতিবেদন। লিখছেন অভিষেক ঘটক।

এই বিশ্ব উষ্ণায়ণ, দূষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আবর্জনার পাহাড়, মৃত্যুর মিছিল, এসবের শেষ কোথায়? এই সব সমস্যার একটাই সমাধান গাছ, আরও বেশি গাছ। গাছই পারে দূষিত গ্যাস শুষে নিয়ে তার বিনিময়ে অক্সিজেন দিয়ে বাতাস নির্মল করতে, গরম কমিয়ে বর্ষা আনতে, ভূমিকম্পের অভিঘাত কমাতে, মাটির নীচের জলস্তর বাড়াতে... এক কথায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রতিহত করতে পারে একমাত্র গাছ।

গাছ মানুষ, পশুপাখি সহ এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী বৈচিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির রসদ। কারণ গাছই সৌরশক্তিকে আবদ্ধ ও রূপান্তরিত করে। কত আমরা গাছ থেকে খাবার পাই, জ্বালানী, পাই, ওষুধ পাই... মোট কথা গাছ আমাদের ছাড়া বাঁচতে পারে, কিন্তু আমরা গাছ ছাড়া বাঁচতে পারি না।

গাছ কার্বন–ডাই–অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস শুষে তার পরিবর্তে অক্সিজেন দিয়ে সূর্যের তাপকে বায়ু মণ্ডলে শোষিত হতে দেয় না, ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে পারে না। অন্যদিকে গাছের জন্য রোদ সরাসরি মাটিতে না পড়ে গাছের ডাল ও পাতায় পড়ে। ফলে পৃথিবী সরাসরি গরম হতে পারে না। তাছাড়া গাছের পাতা সারা দিনে বাতাসে জলীয় বাষ্প ছাড়ার ফলে বায়ু মণ্ডলের তাপ অনেক কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে এক একর ম্যাপল গাছ ২০,০০০ গ্যালন জল বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বাতাসে ছেড়ে দেয়।

গাছ দূষিত গ্যাস, যেমন নাইট্রোজেন অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, সালফার–ডাই–অক্সাইড ইত্যাদি ও দূষিত বস্তু কনাকে শুষে নিয়ে নিজের শরীরে আবদ্ধ করে রাখে। ফলে বায়ু দূষণ কমে। যথেষ্ট পাতা যুক্ত একটা পরিণত গাছ বছরে ১৩ টন অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। আর ০.৫ টন কার্বন– ডাই–অক্সাইড শুষে নেয়, অর্থাৎ একটা গাছ দুটো পরিণত মানুষের মতো অক্সিজেনের জোগান দেয় ও তাদের ছেড়ে দেওয়া কার্বন– ডাই– অক্সাইড শুষে নেয়।

শিশুদের জন্যও গাছ বিশেষভাবে উপকারী, তাই পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা স্কুল ও খেলার মাঠে বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দিচ্ছেন। প্রথমত, স্কুল ও খেলার মাঠে অনেক গাছ থাকলে বাতাসে দূষিত বায়ুর পরিমাণ কমে ও অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে, এতে ছাত্রছাত্রীদের মন সতেজ থাকে, শারীরিক ক্লান্তি কম হয়। গাছপালা যুক্ত জায়গায় থাকলে বাচ্চাদের ওপর সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মির কুপ্রভাব ৫০% কম পড়ে। দেখা গেছে বেশি গাছপালা যুক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরা সহজে পড়াশোনায় মন দিতে পারে। মনোযোগের অভাবজনিত অতি সক্রিয়তা সমস্যায়(ADHD) আক্রান্ত শিশুরা গাছপালা যুক্ত জায়গায় অনেক শান্ত থাকে, তাদের আচরণগত সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়।

দেখা গেছে হাসপাতালের বিছনায় থাকা যে সব রোগী আশেপাশে গাছ যুক্ত দৃশ্যাবলী দেখতে পায় তারা অন্যান্য গাছ দেখতে না পাওয়া রোগীর থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে।

গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, একটা ছোটো পরিবার বাস করে এরকম ৩ কামরার বাড়ির পাশে পরিকল্পনা মাফিক ৩টে বড় গাছ থাকলে গ্রীষ্ম কালে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবহার ৫০% অব্দি কমে যায়। এছাড়াও বাড়ি বায়ুদূষণ ও শব্দ দূষণের হাত থেকে অনেক সুরক্ষিত থাকে, এমনকি বাড়ির সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাও বজায় থাকে। অন্যদিকে কোনও ভূসম্পত্তির ওপর ভালো গাছ পোঁতা থাকলে সেই সম্পত্তির দাম ১৫% মতন বেড়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথা, গাছ ভূমিকম্প ও ভূমিক্ষয় কমিয়ে দেয়। গাছের শিকড় বৃষ্টির জলকে মাটির নীচে ধরে রাখে। ভয়ের কথা অপরিকল্পিত নগরায়ন ও মাটির নীচের জলের অবাধ ব্যবহারের ফলে আগামীতে আমাদের দেশে অতিতীব্র জলকষ্ট হওয়ার সতর্কতা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যেই সারা বিশ্ব জুড়ে জলকষ্ট তীব্র আকার ধারন করেছে। আমেরিকার বিখ্যাত water.org তাদের সমীক্ষা থেকে জানাচ্ছে– এই পৃথিবীর প্রতি ৯ জন মানুষের ১ জন খাওয়ার বিশুদ্ধ জল পান না। সে হিসাবে প্রায় ৮৪ কোটির ওপর মানুষ আছেন যারা দূষিত জল পান করতে বাধ্য হন। প্রতিবছর পৃথিবীতে ১০ লক্ষ মানুষ মারা যান পর্যাপ্ত জলের অভাবে অথবা দূষিত জলের থেকে হওয়া রোগে। প্রতি ৯০ সেকেন্ডে একটি করে শিশু মারা যায় দূষিত জলজনিত রোগে।

জল সমস্যা ভারতের ক্ষেত্রে আরো চিন্তা জনক, কারণ ভারতের জন সংখ্যা চিন্তা জনক ১.২% হারে বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছ গাছ কাটা ও জলাশয় নষ্ট করা হয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত ওয়াশিংটন পোস্ট প্রকাশিত তথ্য নীচের ছকে দেওয়া হল। একটু দেখলেই বোঝা যাবে মোট গাছ, মাথা পিছু, প্রতি বর্গ কি. মি. –তে গাছ সবকিছুতেই ভারতের অবস্থা কি নিদারুণ ভাবে করুণ হচ্ছে।

ক্র. সং.	দেশ	মোট গাছ	মাথা পিছু	প্রতি বর্গ কি. মি তে
১	কানাডা	৩১৮,০০০,০০০,০০০ *	৮৯৫৩	৩২,০৫৫
২	রাশিয়া	৬৪১,৬০৭,৩৩৫,৯৩৬	৪৪৬১	৩৮,০৩৩
৩	ব্রাজিল	৩০১,৭৮১,৬১৪,৫৯২	১৪৯৪	৩৫,২৮৮
৪	ইন্দোনেশিয়া	৮০,৬৬৫,৮০৪,৮০০	৩১৯	৪২,৪০৫
৫	জাপান	১৮,৬১৬,৭১৭,৩১২	১৪৬	৪৯,৮৯৪
৬	চীন	১৩৯,৬৩৬,৭৩৬,০০০	১০২	১৪,৮৫৩
৭	ভারত	৩৫,১৮১,৩২২,২৪০	২৮	১১,১০৯

*আনুমানিক

এরকম পরিস্থিতিতেও চলছে অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, এখনো প্রতি মুহূর্তে ভারতের গাছপালা কমে যাচ্ছে। নীচের ছকটায় দেখানো হচ্ছে দিন দিন ভারতের অরণ্যভাগ কিভাবে কমছে...

এইসব তথ্যগুলো বোঝায় আমরা কত পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশ শিক্ষায় কত পিছিয়ে আছে, অন্যান্য দেশের থেকে প্রযুক্তিতে কত আমরা কত পিছিয়ে; এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের থেকে আমরা কত কম বা বেশি গোলা, বারুদ, যুদ্ধাস্ত্র জমাতে পেরেছি তা নিয়ে শিক্ষিত মহল থেকে জাতীয় স্তরে প্রচুর আলোচনা হয়। কিন্তু ভারতের মতো দেশ যার জিডিপি –র অন্যতম প্রধান ও স্থিতিশীলতম উৎস কৃষি ও গাছপালা সেখানে বৃক্ষ সম্পদে আমাদের পিছিয়ে থাকাটা কেন আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে আসবে না? কেন এটাকে আমরা প্রধানতম জাতীয় সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করবো না? যখন পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহরের প্রথম ২০টার মধ্যে ১৪টাই ভারতে অবস্থিত এবং পৃথিবীর দূষিততম মহানগর হল আমাদের রাজধানী দিল্লি, তখন কেন আমরা বুঝছি না, এদেশের এখন প্রধানতম প্রয়োজন গাছ, আরও বেশি গাছ।

সর্বোপরি, গাছ একটা অর্থকরী সম্পদ, পাতা, ফুল, ফল, মধু, ওষধি দ্রব্য, কাঠ সবকিছুই বিক্রির যোগ্য। সুতরাং আর সব কিছু বাদ দিলেও শুধু আর্থিক লাভের কথা ভাবলেও, গাছের কোনও বিকল্প নেই। কুড়ি বছরের একটা কাঠের গাছ চারার দামের ১০০০ গুণ দামে বিক্রি হয়। খুব কম বিনিয়োগই আছে এত লাভজনক। ভারতের মত গরিব দেশে বিষয়টা ভেবে দেখার মত।

বস্তুত, জল, বাতাস, কৃষি, পশুপাখি, মানুষ ও গাছপালা এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, এগুলো বাস্তুতন্ত্রের অংশ মাত্র। প্রাণীদের ভালো থাকতে হলে গাছের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে, এটা পরিবেশ বিদ্যার গোড়ার কথা, সেটা সহজে মেনে নিলে আর সেই মত কাজ করলে অনেক কঠিন পরিস্থিতি এড়ানো যায়। শিক্ষার উন্নতি, সভ্যতার বিকাশ, নগরায়ন – এসবের মানে যদি হয় রোগ, শোক, খদ্যাভাব, জলাভাব, মৃত্যুর মিছিল তাহলে কবির ভাষায় বলতে হয়, – দাও ফিরে সে' অরণ্য/ লও এ নগর ।

বীরভূম

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জলের ট্যাঙ্ক আবিস্কার করে জাপান যাচ্ছে মাড়গ্রামের ছাত্র

অভীক মিত্র : শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জলের ট্যাঙ্ক আবিস্কার করে জাপান যাচ্ছে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার মাড়গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্র শ্যামলকুমার দাস। বাবা গোপীনাথ দাস তাতঁশিল্পী। মা সাধারণ গৃহবধূ। শ্যামল এমন এক ট্যাঙ্ক তৈরি করেছে যেখানে জল গরমকালে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম থাকবে। ট্যাঙ্কে থাকবে দুটি স্তর। দুইস্তরের মধ্যবর্তী ফাকাঁ জায়গাটি বালি দিয়ে ভরা। গরমকালে ট্যাঙ্কের ঢাকনা হবে কাঠের। জল ভরার সময় কিছু জল উপচে পড়বে মধ্যবতী বালিরস্তরে। ফলে বাইরের তাপ ভিতরে যেতে পারবে না। শীতকালে পিভিসি পাইপের বদলে তামার পাইপ লাগাতে হবে। ঢাকনা হবে কাচেঁর। এতে জল গরম থাকবে। জলাধার মডেল গড়ে শ্যামল জেলা এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় চতুর্থস্থান পেয়েছিল। দিল্লি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। আগামী ২০ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত জাপানে বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে ৩২জন খুদে বিজ্ঞানী। তার মধ্যে রাজ্য থেকে একমাত্র প্রতিনিধি বীরভূম জেলার শ্যামলকুমার দাস। যোগাযোগ করা হলে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ রাজ্য সহসম্পাদক অধ্যাপক ড:অরুণাভ মিশ্র টেলিফোনে বলেন, 'খুবই গর্ব এবং আনন্দের বিষয়। কিশোর বিজ্ঞান পত্রিকায় শ্যামলের কৃতিত্বের কথা ফলাও করে লেখা হয়েছিল। জাপান যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে শ্যামলের হাতে ব্লেজার তুলে দেওয়া হবে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্যামলকুমার দাসকে নিয়ে এর আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার ৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায়। যা আমাদের কাছে এক গর্বের এবং আনন্দের বিষয়। স্বভাবতই খুশির হাওয়া বীরভূম জেলাজুড়ে।

সমাবর্তন নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৫ মে বিশ্বভারতীতে সমাবর্তনে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেইদিনেই পূর্বপল্লিতে দ্বিতল 'বাংলাদেশ ভবন'–এর উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও। দুটি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ১২ মে বিশ্বভারতীতে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন, বীরভূম জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বোলপুরের অতিরিক্ত পুলিশসুপার অম্লানকুসুম ঘোষ, মহকুমাশাসক অভ্র অধিকারী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্যজিৎ বড়ুয়া সহ প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিত্বরা। ২৫ মে বীরভূম জেলার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন এবং বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মিলে যাবে দুই দেশের সংস্কৃতি। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপ্যাধ্যায়কে। 'রেক্টর' হিসাবে রাজ্যপালকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি হবে আম্রকুঞ্জের নেহেরু বেদিতে। সেইদিনই পূর্বপল্লিতে দ্বিতল 'বাংলাদেশ ভবন'–এর উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এইবছরের ৩রা ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নেন সবুজকলি সেন। ২০০৮ সালে বিশ্বভারতী সমাবর্তনে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর সমাবর্তনে এসেছিলেন 'পরিদর্শক' তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবোর্চ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম'–র জন্য অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন, কবি গুলজার, অমিতাভ ঘোষ, সুনীতিকুমার পাঠক, যোগেন চৌধুরী, অশোক সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় – মোট সাতজনকে মনোনীত করেছে বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ। দীর্ঘদিন পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে তাতেই খুশি পড়ুয়ারা।

ভান্ডীরবনে বধূ খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরপর দুই কন্যাসন্তান হওয়ায় ভান্ডীরবন গ্রামে তনু বাগ্দী নামে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামী, দেওর এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে। কয়েক বছর আগে সদাইপুর থানার করমকাল গ্রামের তনু বাগ্দীর সঙ্গে সিউড়ি থানার ভান্ডীরবন গ্রামের কাজু বাগ্দীর বিয়ে হয়েছিল। দেওর উত্তম বাগ্দীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরাতনগ্রাম কানাদিঘি আদিবাসীপাড়ার ইটভাটায় এক আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল অবিনাশ বেসরা, চন্ডী বেসরা, পাচুঁ বাস্কী নামে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। কাউকে বললে প্রাণনাশের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। মহম্মদবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্যাটেলনগর হাসপাতালে কিশোরীর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ এক যুবককে আটক করেছে।

জখম যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া জংশন রেলস্টেশনে ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওভারহেড তারের প্যান্টোলাম ছিঁড়ে জখম হল চুরকু হাসঁদা নামে এক যাত্রী। স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রেলের গাফিলতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন কিছু যাত্রী। এরফলে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

ভুল চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাথরচাপুড়ি গ্রামের দেড়বছরের শিশু শেখ সাইদুলের ডান হাত ভাঙে। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বাঁ হাতে প্লাস্টার করা হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় হাসপাতালের কাগজপত্র কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন সাইদুলের মা মতিনা বিবি। এই ঘটনায় আরও একবার সরকারি হাসপাতালের গাফিলতি সামনে এল।

শুয়োরের তাণ্ডবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর থানার আসানজুলি জঙ্গলে গোরু চড়ানোর সময় বুনো শুয়োরের গুঁতোয় মারা গেল স্বপন সোরেন (১৯)। শুয়োরটি স্বপনের তলপেটে দাঁত ঢুকিয়ে দেয়।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তারাপীঠ রোড স্টেশনে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল সুরজ রাও নামে এক যুবকের। বাড়ি হাওড়া জেলার তেতুঁলপাড়া এলাকায়।

বিপর্যয় সামাল দিতে জেলা প্রশাসন কতটা তৈরি?

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে বিনা নোটিশে এখন তখন যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ অগ্নিকাণ্ড, নৌকাডুবির ঘটনা ঘটছে তাতে রাজ্যবাসী উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষার মরশুমে নদী কেন্দ্রীক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ঝড় বৃষ্টি নদীবাঁধ ভাঙন সহ একাধিক ঘটনা ঘটার সময় আসছে। কিংবা ভূমিকম্পের মতো যদি ঘটনা ঘটে কলকাতা লাগোয়া এই জেলায়– তাহলে তা প্রতিরোধ করতে এই জেলার প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর কতটা প্রস্তুত? কিংবা দফতরের হাতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী ও সাজ সরঞ্জাম আছে তো?

প্রশ্ন জাগছে এই কারণে কিছুদিন আগে জোড়া ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল কলকাতা ও শহরতলীর কিছু এলাকা জেলার সিভিল ডিফেন্স দফতরের এক আধিকারিক জানালেন সোনারপুরে একটি বড় গাছ ভেঙে পড়েছিল। দফতর থেকে কাটার মেশিন নিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে হয়। কারণ জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের কোনও বড় ক্রেন নেই। আরও জানা গেল জেলার নিজস্ব কোনও প্রশিক্ষিত ডুবুরি বাহিনী নেই। বাবুঘাটের সি–এক্সপ্লোরার ক্লাব কিংবা NDRF থেকে ডুবুরি আনতে হয়। গত দশ বছর ধরে চেষ্টা করেও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী তৈরি করতে পারেনি। সূত্রের খবর ডুবুরী প্রশিক্ষণের জন্য নাম মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা যায়নি। আলিপুরে এবং কাকদ্বীপে

দফতরের দুটি রেসকিউভ্যান আছে মাত্র। ডায়মন্ড হারবারে এসডিও অফিসের পিছনে সিভিল ডিফেন্স দফতর একটি ব্যারাক করেছে। কিন্তু ওখানে লোকজন ও সাজ সরঞ্জাম কিছু নেই। দফতরের এক আধিকারিক জানান, জেলার পাঁচটি মহকুমার যদি একটি করে ব্যারাক করে সেখানে প্রশিক্ষিত বাহিনী এবং দুর্যোগ মোকাবিলার সাজ সরঞ্জাম চব্বিশ ঘন্টা রাখা হয়, তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ যেকোনও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের এক সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, এই দফতর শুধুমাত্র ত্রাণ সামগ্রী বিলিবন্টন করে যাকে আর ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে পেশ করে। মূলত সিভিল ডিফেন্সের হাতেই জেলার দুর্যোগ মোকাবিলার দায়িত্ব যাবে। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী ও অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জামের অভাবে জেলার দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টি বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। এ ব্যাপারে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) শ্যামল মণ্ডল জানালেন– ভোট পর্ব চলছিল বলে দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকটা করা হয় নি। এবার শীঘ্রই সেই বৈঠক হবে। তবে প্রতিটি মহকুমাতেই দুর্যোগ মোকাবিলার পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী আছে। অত্যাধুনিক ক্রেন ও যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত ডুবুরী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি আছে। কিন্তু কোনও জেলারই প্রশিক্ষিত ডুবুরী নেই। আমরা কলকাতা পুলিশ এবং এনডিআরএফ থেকে প্রয়োজনে ডুবুরী নেই। অতিরিক্ত জেলা শাসক সাফ জানান, যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন প্রস্তুত।

স্বামী ভ্যানচালক, ছয় মাসের নাতিকে নিয়ে ঘর ছেড়েছেন পুত্রবধূ

চরম অর্থাভাবের মধ্যেই নিজের কিডনি দিয়ে পুত্রের জীবন বাঁচাতে মরিয়া মা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: এ কোনও সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মনগড়া চিত্তাকর্ষক কল্প কাহিনি নয়। এই কাহিনিটি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সহজ সরল মায়ের লড়াই নিয়ে। যে মা নিজের কিডনি দিয়ে সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্য মরিয়া। যে মা অসুস্থ পুত্রের ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য নিজেই দরজায় দরজায় ঘুরছেন। যে মায়ের কাছে পুত্রের জীবন বাঁচানোটা একটা লড়াই। এই লড়াইটাই শুরু করেছেন পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট শহরের বেড়াক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা কল্পনা ভক্ত।

বছর ৪২ এর কল্পনা ভক্তের মেজো ছেলে অরিজিতের দু'টি কিডনিই আর স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না। বেঙ্গালুরুর প্রসিদ্ধ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, অতি সত্বর অরিজি ভক্তর কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। এজন্য অন্ততপক্ষে একটি কিডনির প্রয়োজন। সেই কিডনিটি কাউকে নিজের দেহ থেকে দান করতে হবে। একজন কিডনিদাতার পাশাপাশি এই জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিসার জন্য প্রয়োজন হবে ৬–৭লক্ষ টাকা।

কল্পনাদেবীর স্বামী সুবল ভক্ত পেশায় একজন ভ্যানরিকশা চালক। তাঁদের তিনটি সন্তান। মেজো ছেলে অরিজিতের বয়স মাত্র ২৮ বছর। তিনি জামশেদপুরে একটি ক্যান্টিনের কর্মী ছিলেন। বছর

নিজের বাড়িতে অরিজিৎ ভক্ত ও কল্পনা ভক্ত।

দে।কে আগে তাঁর বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী কেতুগ্রাম থানার শাঁখাই গ্রামে। অরিজিতের একটি ছ'মাসের পুত্র সন্তান রয়েছে। সুবল ভক্তর বড়ো ও ছোটো ছেলে ছোটখাটো কাজের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে চলেছেন। সকলকে নিয়েই কল্পনাদেবীর সুখেদুঃখে বেশ কাটছিল। কিন্তু, মাস কয়েক আগে অরিজিতের অসুস্থতার খবরে সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। এমনকি, বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীনই শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী অরিজিতকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান। এমন পরিস্থিতিতে অরিজিৎ একপ্রকার ভেঙে পড়েছেন। তবে, জীবন সংগ্রামে এত সহজে হার মানতে চান না কল্পনা ভক্ত। তিনি ব্যয়বহুল চিকিৎসায় অর্থের জন্য হন্যে হয়ে দরজায় দরজায় ঘুরছেনই শুধু তাই নয়, সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নিজের দু'টি কিডনির থেকে একটি দিতে মনস্থির করেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের বাড়িতেই ছিলেন সুবল ভক্ত ও ছোট ছেলে মিঠুন। ঘরে শুয়ে ছিলেন অরিজিৎ। কল্পনাদেবী বড়ো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টাকার জোগাড় করতে বাইরে গিয়েছেন। সুবলবাবু বলেন, অরিজিতের দু'টি কিডনিই স্বাভাবিকভাবে আর কাজ করছে না বলে বেঙ্গালুরুর চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি অরিজিতের একটি কিডনি পালটাতে হবে বলেছেন ডাক্তারবাবুরা। এর জন্য আমার স্ত্রী তাঁর শরীরের একটা কিডনি দেবে। এছাড়াও আরও ৬–৭ লাখ টাকা দরকার। কিন্তু, আমি ভ্যান চালিয়ে কী করে এত টাকা তাড়াতাড়ি জোগার করব? আগামিকাল বর্ধমান হাসপাতালে অরিজিতের ডায়ালিসিস হবে। প্রতিটি মুহূর্তেই টাকার দরকার। বেশ দুঃশ্চিন্তায় আছি।

বিকেল নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে কল্পনাদেবী জানালেন তাঁর অসহায় অবস্থার কথা। তিনি বলেন, মেজো ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেই ছ'মাসের নাতিকে কোলে নিয়ে ছেলের বউ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এতে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তবে, আমি থেমে থাকতে রাজি নই। এই চিকিৎসার জন্য যা টাকা লাগবে তার জন্যও বিভিন্নজনের কাছে যেমন সাহায্য চেয়েছি তেমন নিজের একটা কিডনিও ছেলেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সকলে মিলে অরিজিতকে ফের সুস্থ করে তুলতে পারব।

এদিকে, অরিজিতের দিকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন। কাটোয়া শহরে মাস খানেক আগে গড়ে ওঠা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য পুলক বিশ্বাস বলেন, আমরা কয়েকজন মিলে দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি। অরিজিতের জন্যও আমরা সাধ্য মতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক। আমাদের বিশ্বাস, সকলেই একটু একটু করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে অরিজিতকে সুস্থ করে তুলতে কোনও সমস্যা হবে না।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস চলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের রেজাল্ট বেরোনার পর থেকেই কটুক্তি আসছিল। অশ্লীল ভাবে গালিগালাজ ও করা হয়। আর সেই অপমান সহ্য করতে না বাড়িতে এসে বিষ খায়। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন সাধানা। খবর পেয়ে ছুটে আসে স্বামী পৃথ্বীরাজ। বাড়িতে এসে স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে স্থানীয় গদামথুরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

একই পরিবার থেকে লড়াই করেছিল বৌমা ও খুড়শাশুড়ি। বৌমা সাধনা সামন্ত দাঁড়িয়েছিল ৫৪ নম্বর বুথ থেকে বিজেপি। আর খুড়শাশুড়ি সুজাতা সামন্ত দাঁড়িয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস থেকে। দিব্যি চলছিল পরিবার। ভোটে লড়াই এর ময়দান ছিল আলাদা ক্ষেত্র। কথাবার্তা ও ছিল। কিন্তু শেষ পরিণয়টা আর রইল না। মৃত্যুই পরিণয় হল শেষ। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাধনা ১৩ নম্বর সংসদের ৫৪ নম্বর বুথের বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। তিনি নির্বাচনে তাঁর খুড়শাশুড়ি সুজাতা সামন্তের কাছে হেরে যান। সুজাতা এই বুথের তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সাধনা। অবশেষে নির্বাচনে হার মানতে না পেরে, অপমানে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন তিনি। স্থানীয় ঢোলাহাট থানায় একটি অস্বাভাবিক মামলা রুজু হয়। যদিওবা এই কটুক্তি বা অপমানজনক ইঙ্গিতের কথা অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস। স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা জানায় যে এই ঘটনায় কোনভাবেই বাজে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়নি। এটা পুরোটাই ভুল। সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদের জেরে সাধনা সামন্তের মৃত্যু হয়েছে।

কলকাতায় ১৮ মে ২০১৮ 'ইস্টার্ন রেলওয়ে দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড' শীর্ষক এক আলোচনার আয়োজন করে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বণিকসভার বিভিন্ন সদস্যরা। আলোচনা সভায় পূর্বরেলের নতুন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন জেনারেল ম্যানেজার। শ্রী রাও আরও বলেন, রেলে বিনিয়োগের সুযোগ মসৃণ।

সোনারপুরে বিজেপির ২ পরাজিত প্রার্থীর বাড়ি আগুন দিল তৃণমূল

সোনারপুর : সোনারপুর এলাকায় বিজেপির দুই পরাজিত প্রার্থীর বাড়িতে আগুন লাগানো হল, চলল লুঠপাট। অভিযোগ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সোনারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী মধ্যম সরকারের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। পাশাপাশি, খেয়াদা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির পরাজিত বিজেপি প্রার্থী কাকলি মণ্ডলের দোকানেও হামলা, লুঠপাট চলে। স্থানীয় বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতেও তাণ্ডব চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সোনারপুর এলাকার একটি ক্লাবেও ভাঙচুর চলে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল।

অন্যদিকে, জয়নগর ১–এর চালতাবেরিয়া অঞ্চলের ২৩১নং বুথের বিজয়ী প্রার্থী সরমা নস্করের বাড়িও ভাঙচুর করা হয়, ২৩৭নং বুথের বিজয়ী প্রার্থী সুচিত্রা মন্ডলের বাড়ি গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে, থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

রেলপুলিশের মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি :–সকাল ১০টা হুগলীর বলাগ। থেকে ক্যানিং এসে এক ব্যাক্তি ক্যানিং ষ্টেশন চত্বরে হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছেন হারিয়ে যাওয়া নিজের মূল্যবান কাগজপত্র সহ মানী ব্যাগে রাখা টাকার। ক্যানিং ষ্টেশনে দায়িত্বে থাকা RPF জওয়ান বিজয় কুমার অন্যান্য দিনের মতো ট্রেন চেকিং করতে গিয়ে নজরে আসে একটি মানীব্যাগ। মানী ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ২২২৭ টাকা সহ মূল্যবান কাগজপত্র। ইতি মধ্যে হুগলীর বলাগ।রে যুবক সুদীপ্ত পুরকাইত নিজের টাকা,মূল্যবান কাগজ পত্র না পেয়ে আভিযোগ জানানোর জন্য ক্যানিং RPF অফিসে যান।RPF জওয়ান বিজয় কুমারের পাওয়া মানী ব্যাগের সমস্ত তথ্য প্রমাণ মিলে যায় ঐ যুবকের।তক্ষণা উপযুক্ত প্রমাণ পেয়ে RPF ঐ যুবকের হাতে টাকা সহ সমস্ত কাগজ পত্র তুলে দেন।

সুদীপ্ত বাবু RPF কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন এমন ভাবে হারানো মানীব্যাগ সহ কাগজ পত্র পাবো আশা ছিল না।

জওয়ান বিজয় কুমার বলেন সাধারন যাত্রীদের জন্য আমরা কাজ করে থাকি ওনার হারিয়ে যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধার করে ওনার হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কর্তব্য পালন করেছি।

আর্সেনিকের ছোবলে

প্রথম পাতার পর

অশোকবাবুর অভিযোগ, আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে বাম–ডান কোনও সরকারই যথার্থ পদক্ষেপ করেনি। এমনকি আর্সেনিক আক্রান্তদের চিহ্নিত করে চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়নি। কমিটির পক্ষ থেকে বেশ কিছু গভীর নলকূপের জল পরীক্ষা করে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। পাইপ লাইনের জলেও একই অবস্থা বলে কমিটির দাবি। কমিটির অনুমান, এই জেলায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ আর্সেনিকে অসুস্থ। আর্সেনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জেলার নদী, খাল, বিল, পুকুরের জল ধরে রেখে পানীয় জলের ব্যবস্থা করলে যেমন আর্সেনিকের সমস্যা মেটানো সম্ভব তেমনই বন্যা প্রতিরোধ করাও সম্ভব। তারা এও জানান, ভূপৃষ্ঠের জল ও বৃষ্টির জলে আর্সেনিক নেই। অভিযোগ, বারাসত জেলা হাসপাতালে আর্সেনিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও শনাক্তকরণের অভাবে পরিষেবা মেলে না। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আর্সেনিকের সমস্যা মেটাতে বেশ কিছু পদক্ষেপের দাবি করা হয়েছে। নৈহাটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিয়ে আসার কাজ চলছে। তা শোধন করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছনো হবে। এডিবি–র টাকায় জেলায় দুটি প্রকল্প চলছে। চলতি বছরে গাইঘাটাকে আর্সেনিকমুক্ত ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হবে, বলে জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

স্বীকৃতি জোটেনি আজও

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তারা তো ফিরল না। যাদের বাংলা সাতাশ–আটাশ তারিখে ফেরার কথা, ৩০ তারিখ হয়ে গেলেও তাদের দেখা মিলল না। একটা খবর শোনা যাচ্ছিল বঙ্গোপসাগরে নাকি প্রবল ঘূর্ণিঝড় সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। খবরটা রেডিও এবং খবরের কাগজেও নাকি বেরিয়েছে। সারা গাঁয়ে হাহাকার পড়ে গেল। তাহলে কি সাতাশটা প্রাণ চলে গেল? খবর আরও স্পষ্ট হলো মধ্য রায়পুরের লক্ষ্মীকান্ত পাত্র ফিরে আসতে। সে গিয়েছিলো চুস সাহেবের দ্বীপে শুটকি মাছের কারবারে। অন্যের ডিঙায় কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছে। তিনি জানান, এমন ভয়ঙ্কর তাণ্ডব জীবনে দেখেনি। আমাদের দ্বীপের পাশ দিয়ে অসংখ্য মানুষের লাশ ভেসে যাচ্ছিল। নিখোঁজ ধীবর পরিবারের সদস্য–সদস্যারা ১২ বছর প্রতীক্ষা থাকার পর অনেকেই হিন্দু শাস্ত্রমতে সৎকার–পারলৌকিক কাজ করেছেন। কারো পক্ষে এখনও করা সম্ভব হয়নি। পাঁচুগোপাল মাঝি অনেক অনুসন্ধান করে কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৮১ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম 'হেডলাইন হল– ''উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ে কাঁথি, দীঘা বিচ্ছিন্ন এখন বন্যার আশঙ্কা''।

১৩ ডিসেম্বর খবর ছিল ''জল ঝড়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, আপাতত ৯৪'' রবিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় মারা গিয়েছেন মোট ২৯ জন। গোসাবায় ২৭ জন, ক্যানিং–এ ১২ জন, বাসন্তীতে ৪ জন। কুলতলিতে ৮ এবং মথুরাপুর ৬ জন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নোদাখালি থানার সাতগাছিয়া বিধানসভার এই গদাখালি গ্রামের ২৭ জন নিখোঁজ ধীবরের কোনও তথ্য ছিল না। অথচ সাতগাছিয়া থেকে নির্বাচিত তখন জ্যোতি বসু ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আমরা চাই গদাখালি গ্রামের এই অজানা করুণ তথ্যকে সরকার স্বীকৃতি দিক।

মহানগরে

ওয়ার্ড আছে, পুরপ্রতিনিধি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটো বা বড়ো যে কোনও পুর এলাকার পুরবাসীদের কাছে সর্বক্ষণের জন্য পুর প্রতিনিধিদের একটা প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। তার ওয়ার্ডের পরিস্রুত পানীয় জল, নিকাশি, জঞ্জাল সরবরাহ থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ দিনের প্রায় ২৪ ঘন্টাই সেগুলি দেখভালের জন্য তাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। এতোকিছুর সঙ্গে নবরূপে আবার পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে রূপশ্রী প্রকল্প। সেখানে বিয়ের প্রমাণ হিসেবে বিয়ের কার্ড দিতে হবে। তা সমর্থনে এলাকার পাঁচ জনের স্বাক্ষরও জরুরি। আর তা পরখ করে নেবেন এলাকার জনপ্রতিনিধি বা সরকারের প্রতিনিধি। এমতাবস্থায় বেহালা পূর্বের নিম্ন মধ্যবিত্ত এলাকা ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের পুরপ্রতিনিধি শৈলেন দাশগুপ্তের ২০১৬–এর ৩০ ডিসেম্বরে মৃত্যু পুর থেকে ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধির আসনটি দীর্ঘ ১৭ মাস যাবৎ শূন্যই পড়ে রয়েছে। আবার উত্তর কলকাতার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ডা. শান্তনু সেন রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় সেই আসনটিও গত প্রায় দু'মাস হয়ে গেল ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। সেই ওয়ার্ডবাসীরাও এখন মহা ফাঁপরে পড়েছে।

কোনও প্রয়োজনের স্বার্থে এই দুই ওয়ার্ডবাসীরা পাশের ওয়ার্ডের দাদা বা দিদি পুর প্রতিনিধির কাছে গেলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করান বলেন দাঁড়ান বা অপেক্ষা করুন আগে আমার ওয়ার্ডবাসীদের ছাড়ি, তারপর আপনারটা হবে। অনেকসময় তারা আবার আরেক পুরপ্রতিনিধিরকাছে পাঠিয়ে দেন। বরো অধ্যক্ষের কাছে গেলে তিনি সময়ই বের করতে পারেন না। ফলস্বরূপ, এই দুই ওয়ার্ডবাসীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সমস্ত রকম পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবীন পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেন, আমি রডন স্ট্রিটের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম উনি বলেন, ওই দুই ওয়ার্ডের নির্বাচনের ব্যাপারে কলকাতা পুরসংস্থা থেকে কোনও প্রস্তাব এখনও আসেনি। এ বিষয়ে মহানাগরিক বলেন কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচন বিষয়ে 'একটা অটোনমাস বডি' আছে। তারা বিষয় বিচার বিবেচনা করে থাকে। সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করে। স্বভাবতই কলকাতা পুর প্রশাসনের তার যে নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে তা পালন করে অনেক আগেই ওই অটোনমাস বডিকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে পুর প্রশাসনের কিছু করণীয় নেই।

বস্তিতে আইন নয়, আলোচনাই মূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন আগে মহানাগরিকের আশ্বাস ছিলেন বস্তি বা কলোনি এলাকায় অনুমোদিত বা অননুমোদিত নিরপেক্ষভাবে সমস্ত 'প্লট' আইনি এবং নিষ্কাশনের সুযোগ দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে কোনও আইন প্রণয়ন হয়েছে কী? বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক বলেন, বহু ওয়ার্ড আছে যাদের ওয়ার্ডে কলোনি ও বস্তি আছে। একটা সুষ্ঠু সমাধানের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব। আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে একটি 'সেকটেরিয়ান ফিজিক্স'কে সামনে রেখে করবার বিষয়ে অনেক কিছু বাধ্যবাধকতা থেকে যায়। তাই এই জাতীয় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে যাতে সমাধান সূত্র বের হয়। মহানাগরিক আরও বলেন, স্থানীয় ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বরো কমিটির অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্ত, ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ মানিক চট্টোপাধ্যায়, ১১ ও ১২ নম্বরে

বরো কমিটি দুই অধ্যক্ষ যথাক্রমে তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও সুশান্ত কুমার ঘোষকে আমি বলেছিলাম যে নির্দিষ্ট কোনও একটি প্রস্তাব দিয়ে সেটা পরিস্রুত পানীয় জল, ময়লা জল বের হওয়ার নিকাশি লাইন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য। তবুও এ বিষয়টি আসবার পর আমি গত কয়েকদিন আগে পুর মহাধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি এই বিষয়টি নিয়ে।

তিনি বলেন, কলকাতার ব্যাপক উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। আজ ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ এলাকায় ভূগর্ভস্থ নিকাশি লাইন তৈরি হয়েছে এবং আজ প্রায় সব জায়গায় পানীয় জলের পাইপ লাইন পৌঁছেছে। জলের চাপ নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। মহানাগরিক বলেন, আমি বলবো, প্রয়োজনের ভিত্তিতে 'মিনিমাম' যে বাড়িগুলি হয়ে গেছে কলোনি এলাকায় সেখানে প্ল্যান না থাকার একটা প্রবণতা আছে এবং জেনে না জেনেও আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়। নিশ্চয়ই আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান সূত্র বের হবে। সব কিছু আইন প্রণয়ন না থাকলেও আমরা আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান সূত্র নিশ্চয়ই বার করে নেওয়া যাবে।

পেট্রোতে জিএসটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিএসটি পরিষদ গত চার মাসের অধিক সময় যাবৎ মুখে বলে আসছে, দাম নিয়ন্ত্রণে সমস্ত পেট্রোপণ্যকে জিএসটি–র আওতায় শীঘ্রই আনা প্রয়োজন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় জিএসটি পরিষদের মিটিং সময় মতো বসছে। কিন্তু আলোচ্য সূচিতে এ বিষয়ে কোনও কিছু বলা নেই। গত ১৪ মে বিশ্ব বাজারে ১ ব্যারেল অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম ৭৬ মার্কিন ডলার পেরলো (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশব্যাপী সবশ্রেণীর অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নিয়ে তৈরি হোল রেজিস্টার্ডসংগঠনALL INDIA BANK RETIREES WELFARE ASSOCIATION (AIBRWA)

বিশেষপ্রতিনিধি,:ব্যাঙ্ককর্মচারীরা দীর্ঘদিন সারা ভারতব্যাপী শক্তিশালী ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নসংগঠনের সদস্যভুক্ত থেকে পাঁচবছর অন্তর (INDIAN BANK ASSOCIATION) র সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক দাবি আদায় করতে পেরেছে। যদিও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলির অতীতের বামপন্থী ঘরানার সেই আন্দোলনের ঝাঁঝ নেই। আর ব্যাঙ্ককর্মচারীরা ইউনিয়নের সদস্য হলেও দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দাবি আদায়ে অনীহা প্রকাশ করে বরঞ্চ কোনরকম আন্দোলন না করে বেতনের বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতে চায় যা এখন ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা অবসর গ্রহণের পর অতীতের গরিমা যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত থাকলেও দীর্ঘদিনের পেনশনের সংশোধন,১০০% DA Neutralisation,, স্বাস্থ্যবীমার premium হার কমানো প্রভৃতি ন্যায্য অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের কোনও সুরাহা হয়নি। এইকর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নগলি IBA– র সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সময় বিষয়গুলি কখনো উত্থাপন করেনি এবং মিথ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এইকথাগুলি বললেনALL INDIA BANK RETIREES WELFARE ASSOCIATION (AIBRWA) এর জনদক্ষ ALL INDIA BANK RETIREES WELFARE ASSOCIATION(AIBRWA) পেনশন দীর্ঘদিন ধরে সংশোধন না হওয়া এবং তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সারা ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দিল্লিতেALL INDIA BANK RETIREES WELFARE ASSOCIATION(AIBRWA) নামে একটিREGISTERED WELFARE ASSOCIATION তৈরি করেছে যার হেডঅফিস এখন দিল্লিতে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মচারীদের চিন্তাভাবনা এবং বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ALL INDIA BANK RETIREES WELFARE ASSOCIATION (AIBRWA) নামে একটি ফেসবুকগ্রুপ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে সংগঠনের তরফ থেকে প্রধানমনন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাদের দাবিগুলির স্বপক্ষে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং প্রধানমনন্ত্রীর দপ্তর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছে। IBAকেHealth Insurance এর ব্যাপারে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে তার প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হোল।

শ্যামবাজার এলাকায় গত ১২ মে বাসী–পচা–ভেজাল খাদ্য বাজেয়াপ্ত অভিযানে বেরিয়ে কলকাতা পুরসংস্থার খাদ্য–সুরক্ষা আধিকারিকদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা খাদ্যসামগ্রী। এদিন ওই এলাকার বড়ো রাস্তার পাশের প্রায় ২৫টি দোকানে আরেকবারের জন্য এই অভিযান চলে। তথ্য : বরুণ মণ্ডল।

জলজমার মোকাবিলায় মেয়র পারিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বছরের আসন্ন বর্ষায় মহানগরে জমা জলের শীঘ্রই সুষ্ঠু নিকাশির দিকে লক্ষ্য রেখে পুর নিকাশি দফতরের মেয়র তারক সিংহের নেতৃত্বে নিকাশি দফতরের আধিকারিকরা গত ১৬ মে থেকে মহানগরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৭৩টি পাম্পিং স্টেশনের হাল–হকিকত পরিদর্শনে বের হলেন। চলতি বর্ষের প্রথম পরিদর্শনে চৌবাগা ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, এলএস–৫–কুঁদঘাট ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন এবং গার্ডেনরিচের আখড়া ফটক ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে দেখেন চালু পাম্প গুলির বর্তমান অবস্থা। স্ট্যান্ড বাই থাকা পাম্পগুলি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে ইত্যাদি। পুর সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে বৃষ্টির জল বেরোনোর জন্য মূল রাস্তা হল শহর জুড়ে থাকা ১২টি খাল। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ জুড়ে থাকা সেসব খালের মাধ্যমে শহরের জল বের হয়।

তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতা যুবমোর্চার পক্ষ থেকে কালো কাপড়ে মুখ বেঁধে এবং হাতে মোমবাতি নিয়ে এক মৌনমিছিলে গোলপার্ক থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত পা মেলায় অসংখ্য সমর্থক। নেতৃত্ব দেন বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা জেলার যুবমোর্চার সভাপতি খোকন ঘোষ।

সহজে ব্যবসার পরিবেশে এগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে সহজে ব্যবসা–বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের মাপকাঠিতে এই বছর পশ্চিমবঙ্গ এগিয়েছে বলে জানালেন নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অমিতাভ কান্ত। কলকাতায় গত ১৭ই মে, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অমিতাভ কান্ত আরও জানান, কেন্দ্র বেশকিছু

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার ফলে সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এর নিরিখে বিশ্বব্যাঙ্কের বিবেচনায় ভারত ৪২ ধাপ এগিয়েছে। উদ্ভাবনী কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার আশ্বাসের ভিত্তিতে ৯০০টিরও বেশি বহুজাতিক সংস্থা তাদের উদ্ভাবনী কেন্দ্রগুলি ভারতে স্থানান্তরিত করেছে বলেও তিনি জানান। তাঁর মতে, সবচেয়ে বেশি নবীন জনসংখ্যার দেশ ভারতে এমন কিছু সংস্কার দরকার যা আগামী শতকগুলিতে ভারতের গড় অভ্যন্তরীন উপাদনের হার ৯ থেকে ১০ শতাংশে নিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই জাতীয় বহু উদ্যোগ রূপায়ণ করেছে। তবে, লিঙ্গ বৈষম্যের বিচারে ভারত পিছিয়ে রয়েছে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দেশে রোজগারী মহিলার সংখ্যা কম রয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন। এই বিষয়গুলি সরকারের নজরে রয়েছে এবং পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, ভারতের প্রয়োজন শতাব্দী প্রাচীন কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন– মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়ার সংস্কার করা, যাতে দেশে আরও বেশি ডাক্তার ও স্বাস্থকর্মী তৈরি করা যায়, যারা চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকতে থাকা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে মানুষের চিকিৎসা করবেন। এর জন্য প্রয়োজন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রসারের মতো ডাক্তারির আসন বৃদ্ধি প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা এবং রপ্তানি সংস্থাগুলিরও নথিভুক্তির পদ্ধতি সহজ করা, ডিজিটাল মাধ্যমে কাজের প্রসার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন, উদ্ভাবন, স্টার্ট–আপ ও উদ্যোগ গ্রহণে সহযোগিতা, শহর ও গণ–পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, ডিজিটাল লেনদেন এবং জিএসটি–র মতো কর সংস্কার ব্যবস্থা। সরকারকে ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতে হবে বলে অমিতাভ কান্ত মনে করেন। সরকারি লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার জন্য প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তর ও পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর মতো পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে, জানান নীতি আয়োগের সিইও। গণ–পরিবহনের বিকাশ প্রসঙ্গে কান্ত জানান, ২০১৮–র মধ্যে রেলে কেবল পণ্য পরিবহনের জন্য গঠিত ফ্রেট করিডর চালু হয়ে যাবে। এরফলে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পণ্য পরিবহনের সময় কমে যাবে। আলোচনাসভায় অমিতাভবাবু আরও জানান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার মতো বিষয়গুলির ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সেইজন্য দেশের ১১৫টি পিছিয়ে থাকা জেলার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

রূপসীতে ২৩১

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথা অনুযায়ী কাজ। রাজ্যে শুরুর প্রথম মাসেই রূপসী প্রকল্পে কলকাতা পুর এলাকায় আর্থিক ভাবে দুর্বল পরিবারের ২৩১ জন বিবাহ যোগ্যা কন্যাকে তার বিয়ের খরচ পত্রের জন্য এককালীন ২৫ হাজার টাকা উপহার স্বরূপ দেওয়া হল। রাজ্যে পয়লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়া রূপসী প্রকল্পের ফর্ম কলকাতা পুর সংস্থার মহানগরের উত্তর–দক্ষিণ পূর্ব–পশ্চিমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১৬টি বরো অফিসের সমাজকল্যাণ দফতরের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত শর্ত পূরণ করে আবেদনপত্র জমা করলে ফর্ম জমা করার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে কন্যার নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এককালীন ২৫ হাজার টাকা ঢুকে যাবে বলে দাবি পুর আধিকারিকদের।

১০০ দিনের স্বাস্থ্য বিমার অর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার ১,২১,৩৯৩টি বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবার এবং প্রায় ১৫ হাজার শহরী রোজগার যোজনার কর্মীদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিমা সুরক্ষার কার্ড পুর কর্তৃপক্ষ তৈরি করে দিয়েছে। এবং কার্ডটি প্রতি এক বছর অন্তর অন্তর 'এক্সটেনশন' করে। এবছর ২০১৯–এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত নবীকরণ করে দিয়েছে। অতিরিক্ত এক প্রশ্নে উত্তরে সমাজ কল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর কলকাতা পুরসংস্থাকে নির্ভর করতে হয়। বিমার অর্থের পরিমাণ বাড়াবার বিষয় কলকাতা পুরসংস্থার ব্যক্তিগত কোনও ক্ষমতা নেই।

দেশ–দেশান্তরে

ফের সরলেন স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুতেই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এর আগে সরানো হয়েছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতর থেকে। এবার প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সরালেন তথ্য সম্প্রচার দফতর থেকে। দায়িত্ব নিয়েছেন ইতিমধ্যেই নিজের কুশলতা প্রমাণ করা আর এক মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর। অবশ্য মন্ত্রীত্ব পুরোপুরি চলে যায় নি স্মৃতির। তিনি এখনও বস্ত্র মন্ত্রকের দায়িত্বে।

কেন বারবার সরতে হচ্ছে স্মৃতিকে। দিল্লিতে কান পাতলে শোনা যায় নানা কথা। অনেকে বলেন তিনি বড় একগুঁয়ে। নিজে একবার যা সিদ্ধান্ত নেবেন তার নড়চড় হওয়ার জো নেই। অনেকে আবার স্মৃতিকে প্রধানমন্ত্রীর স্নেহধন্যা বলে মনে করেন। কিন্তু সেই স্মৃতিকে নিয়েই জেরবার প্রধানমন্ত্রী। এবার স্মৃতি বিপদে পড়লেন 'ফেক' নিউজ নিয়ে সাংবাদিকদের সবক শেখাতে গিয়ে। তার উপর গোদের উপর হল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নিজের হাতে দিয়ে। প্রথমটাকে প্রধানমন্ত্রী সামলে ছিলেন নির্দেশ বাতি করে। পরেরটাকে সামলালেন একেবারে সরিয়ে দিয়ে।

বিতর্ক ভালবাসেন স্মৃতি। বস্ত্রমন্ত্রকেও এমন ঘটনা বিরল নয়। ইতিমধ্যে বস্ত্রমন্ত্রকের তরফে গুরুসদয় মিউজিয়ামে দায়িত্বভার গ্রহণ রাষ্ট্রপতির চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন মাহিনা পাচ্ছেন না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। দিল্লির দফতরের কর্তারা বলছেন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নড়চড় হওয়ার নয়। এটা নিশ্চয়ই এখনও প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আসে নি। আসলে কি হবে বলা মুস্কিল।

নেতা তৈরি করবে আইআইডিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবর্তনশীল চাহিদা ও সরবরাহের টানাপোড়েনে চাকরির দুনিয়ায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা আজ বহু বিভাগে ছড়িয়ে গেছে। যেমন হোটেল, পর্যটন, ইভেন্ট থেকে শুরু করে ক্যাটারিং অবধি। কিন্তু সংস্থার দাবি অনুযায়ী এশিয়ায় এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক নেতা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণান্তে ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করল মুম্বই–য়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ।

গত বছর থেকেই ৯ মাসের এই কোর্সে জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতের আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারে তৃণমূল স্তরে কাজ করার উপযুক্ত দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির জন্যই এই কোর্স। কোর্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফল পেশাদার ব্যক্তিত্বরাই এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন। ক্লাসরুম ছাড়াও শিক্ষার অন্তর্গত ২টি ইন্টার্নশিপ রয়েছে। প্রথমটিতে ছাত্র–ছাত্রীদের নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে হাতে–কলমে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়টিতে ১ মাস তারা রাজনীতিবিদ, নির্বাচিত প্রতিনিধি বা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেবে।

বিভিন্ন সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, পুর

প্রতিষ্ঠান, বিধানসভা এমনকি লোকসভাতে গিয়েও নেতাদের কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করানোর ব্যবস্থাও এই কোর্সের অন্তর্গত। বর্তমানে এই কোর্সের অর্থমূল্য ৩ লক্ষ টাকা, তবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মধ্যে থেকে উপযুক্ত প্রার্থী এলে তাদের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা জানালেন সংস্থার ডিন রবীন্দ্র শাঠে। একই সঙ্গে তিনি মুখ্য রামভাউ মহালগি প্রবোধনীর পরিচালকও। পাঠ্যক্রমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন সহকারী ডিন রবি পোখরানা। দেশের স্নাতকদের জন্য নির্দিষ্ট এই পাঠ্যক্রমে ৪০টি আসন আছে। এই বারেই আবেদনকারী ছিলেন ৪০০ জন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনীতির ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছতার প্রত্যাশায় প্রশিক্ষিত ও আদর্শনিষ্ঠ নাগরিকদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিচ্ছেন সেই লক্ষ্যে আইআইডিএল–এর এই প্রচেষ্টা সঠিক পদক্ষেপ। সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবে সংস্থার আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই অভিনব প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উৎসাহ ছিল নজরে পড়ার মতো। বিশদ জানতে যোগাযোগ করা যেতে পারে sampar-ka@rmponweb.org.

ফের ব্যর্থ রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বোচ্চ আদালতের গভীর রাতের রায়ের পর কর্ণাটকে নতুন ভোর উঠল বিজেপির জন্য। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সর্বাধিক আসন পাওয়া দলের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করবেন ইয়েদুরাপ্পা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন এই লিঙ্গায়াত নেতা। যদিও আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিধানসভায় গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে ইয়েদুরাপ্পাকে।

ইয়েদুরাপ্পা ১৫ দিনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবেন কিনা বা জেডি(এস) কংগ্রেস জোট সরকার গড়বে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু কর্ণাটকের ভোট ও তার ফলাফল ফের কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির ক্যারিশ্মা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। ব্যর্থতা জীবনে সাফল্যের ভিত তৈরি করে একথা যেমন সত্য তেমনই সাফল্যের জন্য লাগে ব্যর্থতার শিক্ষা। সে শিক্ষা রাহুল অর্জন করছেন কিনা কংগ্রেস নেতাদের তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। কারণ ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধি আগামী লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অথচ বিজেপির পথের কাঁটা হতে যার বিরুদ্ধে এতদিন প্রচার করলেন সেই জেডি(এস)–এর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লেন নিঃসংকোচে। বিজেপির দিকে ছুঁড়ে দিলেন রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রশ্ন। এমন দ্বিচারিতাই কি ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যত?

মাঙ্গলিকী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'প্রাক্তনীর' উদ্যোগে গত ৮ মে মঙ্গলবার দুপর ২–৩০ মিনিটে বাংলা বিভাগের ১০ নম্বর ঘরে পালিত হল রবীন্দ্র জন্মোৎসব। সভাপতির আসনে ছিলেন প্রাক্তনীর সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আরেক বরেণ্য প্রাক্তনী সমরেশ মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে নানান জনে প্রণাম জানালেন। প্রাক্তনীর কোষাধ্যক্ষ অপর্ণা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। বর্ষীয়ান প্রাক্তনী পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য তার ভাষণে অতীত স্মৃতিচারণ করলেন। ড. কানন বিহারী গোস্বামী বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনটি গান শোনালেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় গানটি ছিল 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে'। ড. মীনাক্ষি সিংহ শ্রুতিনাটকের আদলে শোনালেন 'মুক্তি' কবিতাটি। ড. শঙ্কর ঘোষ তাঁর ছাত্র জীবনের স্মৃতি চারণের পর শোনালেন 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন' গানটি। বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ঊর্মি রায়চৌধুরী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। একটি গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হল 'রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।' সমরেশ মজুমদার স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে অনেক কথা শোনালেন। দেড় বছর অসুস্থতার জন্য কিছু লেখালেখি না করতে পারার বেদনার কথা জানালেন। ড. পিনাকেশ সরকার অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতার উপর গুরুত্ব দিলেন। এমন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার কাজটি সুন্দর ভাবে করলেন প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক ড. শিশির মজুমদার।

কবি প্রণামে প্রভাত রবি পাঠাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রায়পুর উত্তর পাড়ায় প্রভাত রবি পাঠাগার ২৫ বৈশাখ অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী। এই উপলক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় তিনটি বিভাগে। বিকাল পাঁচটায় শুরু হয় কবি প্রণাম। প্রথমে ব্যাজ ও ফুল দিয়ে অতিথি বরণ হয়। বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক কবি সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি কবি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। বাকি অতিথিরা পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন কবি প্রতিকৃতিতে। অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডি–রায়পুর অঞ্চলের প্রধান। বিশিষ্ট সমাজসেবী তুষার সরদার, প্রাক্তন পাঠাগার সম্পাদক তারাপদ জানা প্রমুখ। শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক উৎপল কুমার ধাড়া স্বরচিত কবিতায় কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। কবি সিরাজুল ইসলাম আশংকা প্রকাশ করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কবিকে কেউ না ছিনতাই করে নেয় আমাদের থেকে। পাঠাগারের বর্তমান সম্পাদক মনন মুখার্জি স্মরণ করিয়ে দেন পাঠাগারের অতীত গৌরবের ইতিহাস। আবদুল জব্বার, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতি কৃতী সাহিত্যিকদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এই অঞ্চল। এই বছর বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহরায় মহাশয় অতিথিরূপে আসছেন এই কবিবরণের মঞ্চকে আলোকিত করতে। অনুষ্ঠানটির রূপদানে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন গ্রন্থাগারিক সুবলচন্দ্র প্রামাণিক

বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ এপ্রিল সকালে বাগবাজারে 'শিল্পী সংসদের' উদ্যোগে 'শুভ নববর্ষ উৎসব' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, পুরপিতা বাপী ঘোষ, পার্থ মিত্র, সঞ্জীব আচার্য, ষষ্ঠী চ্যাটার্জী, তিনকড়ি দত্ত, অমিতাভ সেন, অভয় ভট্টাচার্য্য ও অভিজিৎ পাত্র। সঞ্চালনায় অমরনাথ বসাক। এছাড়াও ছিল সভ্যসভ্যাদের প্রভৃতি ফেরি ও আকর্ষণীয় বিচিত্রানুষ্ঠান।

ম্যাজিক অথরিটির আসন্ন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালিতে কয়েক বছর হল স্থাপিত হয়েছে ম্যাজিক অথরিটি অব ইন্ডিয়া জাদু সংগঠন। স্থাপক সভাপতি হলেন বালি নিবাসী বরিষ্ঠ জাদুকর দেবাশিস সাহা রায় (ইলিউশান অব রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক জাদুকেন্দ্রিক 'জাদুরঙ্গমঞ্চ' সাহিত্য পত্রিকার অন্যতম কমিটি সদস্য। উক্ত সংগঠনের স্থাপক হলেন বিশ্ববন্দিত জাদুশিল্পী জাদুকর ড. পি সি সরকার জুনিয়র)। সংগঠনের সম্পাদক হলেন আর এক বালি নিবাসী জাদুকর নাট্যকর্মী আশিস মুখার্জি। সাথে আছেন বহু জাদুকর বন্ধু। বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ গুণী জাদুকর তথা শ্রী এইচ ভট্টাচার্য, শ্রী বেদমোহন ঘোষ, শ্রী গোরা দত্ত, শ্রী জে পি ব্যানার্জি, শ্রী এম এন মুখার্জি প্রমুখরা আন্তরিক শুভেচ্ছাধন্য হল এই সংগঠন। গত ডিসেম্বরের মতন এ বছরেও সংগঠন আয়োজন করতে চলেছে দুদিন ব্যাপী সর্বভারতীয় জাদু সম্মেলন। ইতিমধ্যে শুরু হতে চলেছে সংগঠনের তরফে 'জাদুচর্চার আড্ডা'। আগামী ২৭শে মে প্রথম আড্ডা বসবে সংগঠনের সদর দফতর ৪৪, শান্তিরাম রাস্তা, বালিতে। এই আড্ডায় বহু নবীন–প্রবীন জাদুকর যোগদান করবেন, বৈচিত্রময় জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে আসরকে করে তুলবেন 'জাদুময় সন্ধ্যা'। থাকবে জাদু নিয়ে বিবিধ আলোচনা যা সম্পূর্ণই বন্ধুত্বপূর্ণ খোলামেলা পরিবেশেই হবে। জাদুকর দেবাশিস সাহা রায় জানালেন, তিনি এই আসন্ন জাদুচর্চার আড্ডার কথা বিশ্ববন্দিত জাদুশিল্পী জাদুকর ড. পি সি সরকার জুনিয়রকে জানিয়েছেন। তিনি খুশি মনে বলেছেন এই আড্ডা হোক বহু জাদুকরের উপস্থিতিতে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে (সবার রঙে রঙ মিলাতে হবে...)– আর কি চাই?

যোগাযোগ : দেবাশিস সাহা রায় : ৯৮৩০৩০১২১৪ আশিস মুখার্জি : ৯৪৩২৫৯৩৫৩০

রাগেশ্রীর কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঠাকুরপুকুর মাঝি পাড়ায় রাগেশ্রীর সঙ্গীত শিক্ষক রাধেশ্যাম দানের বাড়ির ছাদে ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় ঘরোয়া মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল রবি কবির জন্মদিন। গুটি কয়েক কচি কাঁচা ছাত্রছাত্রী ও দাস পরিবারের সকল সদস্যরা আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে অনুষ্ঠানটি। কবি বলেছেন যে কথায় প্রাণের ছোঁয়া থাকে তার নিজস্ব একটা জোর থাকে। আর যে কথায় প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না তার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করতে হয়। সেই রেশ ধরে বলা যায় যে দাসবাড়ি সদস্যদের এতটাই প্রাণের সংযোগ ঘটেছিল যে বাইরে জানান দেওয়ার বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় নি। প্রজ্ঞাপারমিতা দাসের রচনা ও সঞ্চালনায় পরিবেশিত হয় ঋতুরঙ্গ। সঙ্গীত পরিচালনা করেন রাধেশ্যাম দাস। কোরাসে অংশগ্রহণ করে মঞ্জুশ্রী, শিবানী, নন্দিতা, রিনা, নিতাই, নরেন্দ্র ও সুব্রত দাস। তবলায় নীলাঞ্জন দাস। একদম কচি অদ্রিজা নেচে এবং আন্তরিক কবিতা বলে সকলকে মুগ্ধ করে। আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী কবি স্মরণে বলেন যে ভাগাড়ের পচা মাংস খেতে খেতে এবং গণতন্ত্রের উৎসবের প্রারম্ভে রক্ত মৃত্যুর বীভৎসতা দেখতে দেখতে মন খারাপ বাঙালির মন ভালো করার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হল রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান বাংলার ক্লেদ অপনোদনের জন্য প্রতিদিনের জীবন চর্চায় রবীন্দ্র স্মরণ মনন চাই।

বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ বৈশাখ ১৪২৫ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ পরিচালিত আদর্শ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও কবি প্রণামের আয়োজন হয়েছিল বাওয়ালিতে সংঘের ভবন সংলগ্ন মাঠে। বিকাল ৪টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বল করে সমবেত অতিথি মণ্ডলী এবং সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন সংঘের সভাপতি জনার্দন পাড়ুই মহাশয়। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অসুস্থ শরীরে আবেগঘন হয়ে পড়েন। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই, বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিমলেন্দু বিকাশ সরকার, বিদ্যালয়ের সভাপতি মদন মোহন লাহা, মোহন সাধু খাঁ, সংঘের আজীবন সদস্যা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা সরকার, রেবা সানাতী, সংঘের সম্পাদক অনিল নস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী হিমু কাকায়ানি, সুপ্রিয় রায়, ডাঃ তরুণ রায়, স্বপন রায় প্রমুখ। সকলেই স্বল্প কথায় ঠাকুর কবির স্মরণে দু চার কথা বলেন। অনুষ্ঠানের মাঝেই কিন্তু নাচ, আবৃত্তি চলতে থাকে। মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট অতিথিরা। এবং জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী মহাশয়। অনুষ্ঠানটি মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিচালনা করেন মানস নস্কর।

ধর্মাচরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫শে বৈশাখ ১৪২৫ বাখরাহাট জয় চণ্ডীপুর নিবাসী শ্রী কাজল মহাশয়ের বাড়িতে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকলে গৃহ দেবতাদি পূজা, গুরু পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোমাহুতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন কাঁচড়াপাড়া কাঁপা মোড়ের জ্ঞানানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষা মাতাজী। সকাল ১০টায় গীতা পাঠ করেন ব্রহ্মলীন ১০০৮ শ্রী দেবানন্দ সরস্বতীর গুরু মহারাজের স্নেহধন্য ব্রহ্মচারী গোবিন্দ ঠাকুর মহাশয়। তাঁর সুষ্ঠ ও সুললিত ছন্দবদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ ও গীতার ব্যাখ্যায় ঋদ্ধ হয় ভক্ত শ্রোতারা। সন্ধ্যায় ভাগবত কথা ও হরিনাম সংকীর্তনে আসর মাতিয়ে রাখেন পূজ্যপাদ অচ্যুতানন্দজী সম্প্রদায়। তাঁর রাধানামে সাধা সুরেলা কণ্ঠের হরিনাম ও ভাগবতের তত্ত্ব কথার সরল বিশ্লেষণে মন্ত্রমুগ্ধ হন সকল ভক্ত শ্রোতারা। দুপুরে ও রাত্রে সকল ভক্ত শ্রোতাদের প্রসাদ পাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল। উপার্জনের কিছু দেবকার্যে ব্যয় করতে হয় এটা হিন্দু ধর্মের নির্দেশ। ধর্মপ্রাণ কাজল দত্ত মহাশয় ধর্মপথের এই নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করে এই ধর্মানুষ্ঠান তারই অঙ্গ।

গুপ্তধনের সন্ধানে বড়ই সাদামাটা

ড. শঙ্কর ঘোষ : গুপ্তধন খোঁজার তাগিদ নিয়ে পরপর বাংলা ছবি আসছে। সাম্প্রতিক ছবিটি হল 'গুপ্তধনের সন্ধানে'। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রথম ছবি। স্ক্রিপ্ট করেছেন তিনি এবং শুভেন্দু দাসমুন্সী। গল্পটা বড়ই সাদামাটা। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক সুবর্ণ সেন; যিনি সোনাদা নামেই সমধিক পরিচিত, তিনি দেশে ফিরেছেন। একটা পাওয়ার প্রেজেনটেশনও করলেন। সেখানে বঙ্কিমচন্দেরর 'রাজসিংহ', মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানে'র প্রসঙ্গ সূত্রে মোঘল সাম্রাজ্যের মানুষদের কিছু পরিচয় তুলে ধরা হল। কিন্তু ওই তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থের মূলে যে মানুষটির অবদান সর্বাধিক তাঁর কথা অনুচ্চারিত। তিনি কর্নেল জেমস টড। তাঁর গ্রন্থের নাম ''Annals and Antiquities of Rajasthan.'' সোনাদা তাঁর আত্মীয় আবীরের মামাবাড়ি মণিকান্তপুরে হাজির হলেন।

সেখানে একটা রহস্যের গন্ধ পেলেন। মামা হরিনারায়ণ সিংহ রায় ভাগ্নের জন্য যে বিশাল গুপ্তধন রেখে গেছেন, সেখানে ধাঁধার মাধ্যমে মিলবে হদিশ। এ ব্যাপারটি সেই মানুষের ছবি ও লেখাতে এত বেশি ব্যবহৃত, ঘটনাচক্রে সেই মানুষটির জন্মদিনেই এ ছবিটা দেখতে যাওয়া। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি। সেই গুপ্তধন হাতাতে দশানন দাঁ'র কান্ড কারখানা বাণিজ্যিক বাংলা ছবির মশলা, এই ছবির জন্য নয়। তা ছাড়া দশানন নামটি চট করে বাঙালিদের হয় না। সেই দশানন কিন্তু মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে বীর নায়ক করে ছেড়েছেন। এ ছবিতে অভিনয় দেখানোর তেমন সুযোগ নেই। বিশেষ করে আবীর চট্টোপাধ্যায় ফেলুদা বা ব্যোমকেশ করে এত পপুলার, যে সোনাদা চরিত্রায়ণ প্রায় সেই ছাঁচেই। তাক লাগানো অভিনয় অর্জুন চক্রবর্তীর। এত সাবলীল অভিনয় ভালো লেগে যায়। তার পাশে ইশা সাহা মানানসই। তবে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' গানটিতে লিপ দেওয়ার সময় তালের পরশ ছিল না। হরিনারায়ণ এর ভূমিকায় গৌতম ঘোষ অল্প অবকাশে অসাধারণ, তা ছাড়া শুরুর ধারাভাষ্যটিও সুন্দর। নায়িকার বাবার চরিত্রে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভালো লেগে যায়। এ ছবির দুটি বড় প্লাস পয়েন্ট হল সৌমিক হালদারের চিত্রগ্রহণ আর বিক্রম ঘোষের আবহসঙ্গীত সৃজন। হিন্দু বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের ভাই সুজা যে বাঙালি হিন্দুদের উপর ভরসা রেখেছিলেন সেটিও এ ছবির প্লাস পয়েন্টই বটে।

ললিতা চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত

শ্রেয়সী ঘোষ : উত্তমকুমারের নায়িকাদের মধ্যে আরেক নায়িকার জীবনাবসান হল। তিনি হলেন ললিতা চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘাঙ্গী, রূপসী, গৌরবর্ণা, কনভেন্টে পড়াশুনা করা নায়িকার সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই স্থানটি পূরণ করেছিলেন ললিতা। উত্তমের সঙ্গেই তাঁকে আমরা পেয়েছি ''বিভাস'' জয়জয়ন্তী, মোমের আলো, এন্টনিফিরিঙ্গী, হার মানা হার প্রভৃতি ছবিতে। এছাড়াও তিনি কাজ করেছেন কাল স্রোত, মুক্তিস্নান, জীবন যে রকম, চিঠি, রক্তেলেখা, শেষ শূন্য, আসছে আবার শবর, ইচ্ছে প্রভৃতি ছবিতে। মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবির নাম জোনাকি। হিন্দিতে কাজ করেছেন আপ কি কসম, তালাশ, রাত কি আন্ধেরি থি, ভিক্টোরিয়া নং ২০৩ প্রভৃতি ছবিতে। যাত্রায় অভিনয় করেছেন ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছিলেন। মেডিকা হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় যখন তাঁকে ভর্তি করা হয়, তখন হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ২৫শে বৈশাখ দুপুর ২–৩৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।

আগামী পৃথিবী
অর্চনা ঘোষ

পৃথিবীতে যত হিংসা জন্মাচ্ছে
প্রেমও রয়েছে তার পাশাপাশি
পেরকৈশ্য দ্বৈরথের মত দুজন হাঁটছে সমান্তরালে
ইস্পাতের লাল ভালোবেসে তাদের মরণপণ
আবার বোধহীন লোহার সখ্যতায় বিশ্বাস রাখে না কেউ কেউ
মানুষ দল বাঁধছে, তাদের দিকে বাড়ানো হাত
আরেকটি হাতের নাগাল খুঁজে
এরা প্রার্থনা করে প্রেম
অস্ত্রধারণের হাত নয়
ভালোবাসা বাঁচবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাহসে
জানালায় জানালায় শিশুরা চোখ মেলবে
উদিত সূর্যের লাল প্রেমের নিশান।
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

স্মৃতি চারণ
স্বরূপ চক্রবর্তী

স্মৃতিরা পুরোনো হয় একদিন
মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে
ভাঙা প্রাসাদে ঝাড়বাতি
ক্লান্ত বাইজির বিবর্ণ হাহাকার
যন্ত্রণা অসুখের অমলিন হাসি।

স্মৃতিরা পুরোনো হয় একদিন
ভালোবাসার অগোছালো সংসার
আবেগভেজা আলিঙ্গন
জ্যোৎস্নার বিস্তীর্ণ চাদরে ঝরা
হাজার হাজার হাসনুহানা।

স্মৃতিরা পুরোনো হয় একদিন
বুকের ভিতর দীর্ঘ নদীচরে
নাম না জানা বসতি –
বাসররাতের নিঃশেষিত সকাল
ধ্বংসস্তুপে চাপা শুকনো মালা,
শহীদ বেদির মাথায় ওড়েনা আর
ঘাম–রক্তে ভেজা পতাকা

স্মৃতিরাও পুরোনো হয় একদিন।
(গড়িয়া, কলকাতা)

ভুলের ঋণ
ঝুনু ভৌমিক

ভালোবাসার ছবি স্মৃতির দোলায় দুলছে
শরীর জুড়ে ধুঁয়ে আছে স্থির স্তব্ধতার উৎসব
উন্মুক্ত কান্নার রেণু ঝরে পড়ছে আঁচলে।
জীবনের বড় ভুল, ক্রমশঃ গ্রাস করেছে
তুলি–রঙ ছবি–আঁকা দিন।
ঋতুর পর ঋতু বদলে যায়
ভালোবাসার মুখ থেকে বসন্তের বহুবর্ণ রঙ
একটু একটু করে মুছে যায়।
তোমার অলীক কথার সাজানো পাহাড়ে
শুনি, স্বপ্ন ভাঙার শব্দ
পাথরে পাথরে ছড়ায় প্রতিধ্বনি।
ভালোবাসার আজ কী ভীষণ দুর্দিন
অশ্রুর নৈবেদ্য সাজিয়ে পরিশোধ করুক
ভুলের ঋণ।
(সালকিয়া, হাওড়া)

জীবনের রঙ
নির্মল নিয়োগী

গভীর শূণ্যতা নিয়ে থাকা যায়
আকাশের মত
সমুদ্রের মত
সুনীল অসীমের মাঝে
গভীর পূর্ণতা নিয়ে থাকা যায়
প্রাণের আহ্লাদের মত
সৃষ্টির মহিমার মত
লাল বিন্দু রক্তের মাঝে
গভীর যন্ত্রণা নিয়ে থাকা যায়
বিস্মরণের মত
টুকরো ব্যাথার মত
হলুদ স্মরণ চিহ্ন মাঝে
গভীর নিঃস্পৃহতা নিয়ে থাকা যায়
কর্তব্যে জ্ঞানহীনতার মত
রাখালের চোখে অনাবৃষ্টির ছায়ার মত
ধূসর পৃথিবীর জন্মজিজ্ঞাসার মাঝে

মরণের অন্ধকার মুখ
বৈতরণীর পারে কালো অক্ষরে লেখা –
সে আমার জন্য নয় !!
(নূতনপল্লী, বর্ধমান)

তুমি
সুশান্ত সেন

তুমি সেই মেঘলা আকাশ
যেখানে ভাসছে জলের বিন্দু
তুমি সেই অজানা ঝরণা
অবিরত ভরে মাটির বুক
তুমি সেই গানের মাধুরী
অন্ধ ভিখারী একলা গায়
তুমি সেই মৃদুল বাতাস
চেতনা জাগান অসীম বল
তুমি সেই গন্ধ ফুলের
মাতাল অলির আকুতিময়
তুমি সেই সূর্যের তেজ
নীরবে আমার মনকে পোড়াও
তুমি সেই লাভার জ্বলন
অতৃপ্ত হয়ে মাটিকে খাও
তুমি সেই ভোরের বাতাস
আমাকে অনেক শীতল দাও
(শরণ বসু রোড, কলকাতা – ২০)

প্রার্থনা
সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সূর্যের থেকে রং এনে
আকাশ ভরাতে পারি
মেঘকে কাঁদিয়ে
ভেজাতে পারি মাটি
যদি তুমি আমায় উদার হতে দাও।
আমি সমুদ্রের জলে
গুলে দিতে পারি রং
সজীব গাছেদের অবয়বে
ছড়িয়ে দিতে পারি সবুজ আবীর
যদি তুমি আমায় মানুষ হতে দাও।
আমি পাহাড়ের কোল বেয়ে
নামাতে পারি তুষার রাশি
মৃদু হাওয়ায় আনতে পারি
হিমলতার পরশ
যদি তুমি আমায় ভালোবাসার স্পর্শ লাগাতে দাও।
(চণ্ডীপুর, হুগলী)

জুঁই
ভীম ঘোষ

সে বলে ছিল, আমি একান্ত তোমার সঙ্গী
সঙ্গীছাড়া হতে পারবো না কখনো।
স্মৃতিতে মগ্ন, শিরায় শিরায়,
সঙ্গী হতে পারে, কিন্তু পোড়াতে পারে না কেন
সম্পদ আছে .... সম্পর্ক নেই,
সম্পর্ক ছাড়া মানুষ।
জুঁই থেকে গেছে একান্ত গোপনে,
মুখছবিতে।
(শতল, কলসা, থানা ফলতা. দঃ২৪ পরগণা)

কাক দম্পতির প্রীতি
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

কাক বাবাজি সাধু সাজি
গাছের ডালে করছে জপ
কাক গিন্নী খেয়ে সিন্নী
গাছের নীচে পড়ল ঝপ্
কাকের জপ ভঙ্গ হল
চলো এবার নার্সিং হোম
পারবে যেতে আছে কিছু
অবশিষ্ট আর কিছু দম্ !
দম আছে অল্প কিছু
ওতেই হবে বাঁচার আশা
খেল পথে ময়লা কিছু
ফিরে পেল মুখের ভাষা
ভাষা পেয়ে ফিরে আসে
গেল নাতো বাসা ফিরে
কাক বলে কিরে কাকি
যাবি নাকি অন্য ঘরে ?
(বড়িশা, কলকাতা–৮)

সংসার বিচার
অলোক কুমার দাস

এক, দুই, তিন
সংসারে দুই সতীন।
চার, পাঁচ, ছয় –
কি আনন্দ হয়।
সাত, আট, নয়
প্রকৃতিতে বাতাস রয়।
দশ আ এগারো
পরের সংখ্যা বারো
আর তেরোতে জ্বালাতন
আমার নাম সনাতন
(হাওড়া)

পেটের দায়ে
সুচিত চক্রবর্তী

পেটের দায়ে ঘুরে বেড়ায় ওরা
উদভ্রান্ত শৈশব,
ওদের কুরে কুরে খাচ্ছে।
মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া
উপায় নেই।
নীরব মুখগুলি
ওদের দিকে চেয়ে থাকে।
করুণা দেখাবার ইচ্ছে থাকলেও
পরিস্থিতির চাপে ওরা বন্দী
চাপে চাপে অস্থির
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার।
কাল ঘাম ছুটছে আজ
বাঁচার অভিপ্রায়ে
কে কাকে দোষ দেবে
এই ফর্মুলায় বিশ্বাসী কিছু মানুষ
(গড়ফা মেন রোড, কলকাতা–৭৫)

এ যুগেও
শেফালী সরকার

দুঃশাসনেরা যুগে যুগে অন্যায়ই করে যায় –
বিকর্ণেরা প্রতিবাদী হয়, নারার সম্মান সক্ষায়
আজও নারী নারকীয় হিংস্র বিকৃত কামনার শিকার !
প্রতিবাদীরা বিকৃতলালসার দানবের কাছে পরাজিত বারবার।
নির্ভয়া, এ যুগও বিকর্ণের মত –
প্রতিবাদী বাপী সেন, বরুণ ছিল
অন্যায়ের প্রতিবাদ করে পৃথিবী থেকে অসময়ে বিদায় নিল।
তাঁরা এ সমাজের বিবেকহীন মানুষকে জাগিয়েছে –
জীবনের শেষ নির্ঘন্ট পর্যন্ত লড়েছে।
আমাদের মনে এনেছিলেন হুঁশ
তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের মানুষ।
(ম্যুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

অণু গল্প

পেটভাতের ঝি
সনত ঘোষ (খালোড়, হাওড়া)

বাপ–মা মরা দূরসম্পর্কীয় ভাইঝি ন–বছরের সাগরিকাকে গণ্ডগ্রাম মামার বাড়ি ছেড়ে মফঃস্বল শহরে নিজের বাড়ীতে এনেছিল অর্চিস্মন, পড়াশোনা শিখিয়ে একটা পাত্রস্থ করার অঙ্গীকার নিয়ে। সাগরিকা ছোট ছোট পায়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে, স্কুল টিউশনী পড়তে বসা। কিন্তু কয়েক মাসেই সব কেমন বদলে যায়। সাগরিকা বুঝতে পারে কখন যেন সংসারের বেশ কিছু ভার তার ছোট্ট ঘাড়ে চেপে বসেছে। এখন তাকে অনেক না–পারা, অনেক কেন–র জবাব দিতে হয়। যথার্থ উত্তর না থাকার চিহ্ন তার ছোট্ট শরীরের বেশ কিছু জায়গায়। সাগরিকা এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছে, সে এ–বাড়ীর পেট–ভাতের ঝি !

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আইপিএল সরণি ধরে জমজমাট টুর্নামেন্টে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা

অরিঞ্জয় মিত্র

এবারের আইপিএল যে এতটা জমে উঠেছে তাতে নিশ্চিতভাবে পোয়াবারো সংগঠকদের। বিশেষ করে এ বছর যেন দর্শকের ভিড়ও উপচে পড়ছে বিভিন্ন মাঠে। আট থেকে আশি সব ধরনের দর্শকের উপস্থিতিতে সরগরম পরিবেশও। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাদশ আইপিএলে আরও যে জিনিসটা ভরপুর হয়ে উঠেছে তা হল এমন আকর্ষক টুর্নামেন্ট বহুদিন দেখা যায় নি এদেশের মাটিতে। একদিনের ম্যাচের যে চরম অনিশ্চয়তা তা সেভাবে বোধোগম্য হচ্ছিল না আগে। কয়েকটা দলের মৌরসিপাট্টা আর বাকিদের নীরব আত্মসমর্পণ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আইপিএল। সেখানেও জোর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বস্তুত, এ বছরের আইপিএলে প্রত্যেকটা দলের মধ্যে যে লড়াই হচ্ছে তাকে নিশ্চিতভাবে বলা চলে কাঁটে কা টক্কর। একমাত্র হায়দরাবাদ আর চেন্নাই ছাড়া বলা যাচ্ছে আর কারা যাবে সেমিতে। বিশেষ করে শেষের দিকে যেভাবে যে কোনও দল হারিয়ে দিচ্ছে অন্যদের তাতে টুর্নামেন্ট জমে উঠেছে সাঙ্ঘাতিকভাবেই।

নতুন অধিনায়ক হিসেবে বুম-বুম দীনেশ কার্তিককে পেয়ে রীতিমতো তেতে ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বস্তুত গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে কলকাতা দুবার আইপিএল জিতলেও নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে কেমন যেন জড়সড় লাগছিল কেকেআরকে। সেটাই যেন নয়া অধিনায়ক কার্তিকের হাত ধরে পালটে যেতে চলেছে এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরিও হয়ে গেছিল সহজেই। কেকেআর আর কার্তিক এক হয়ে যাওয়ার পর মাঠে নামার আগেই দৌড়াতে শুরু হয়েছে তিলোত্তমার ছেলেরা। প্রথমদিকে কার্তিকের নেতৃত্বাধীন কেকেআর দারুণ পারফরমেন্স মেলে ধরলেও যত টুর্নামেন্ট গড়াতে আরম্ভ করে ততই যেন পিছোতে থাকে নাইট ব্রিগেড। এমন কিছু ম্যাচে তাদের হার মানতে হয়েছে যে দেখে মনে হয়েছে দলের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নতুন অধিনায়কের দক্ষতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক সেই সময়ই দলের রাশ শক্ত করে ধরে ফেললেন দীনেশ কার্তিক। যার ফলে এবারের আইপিএলের তো বটেই টি-২০-র ইতিহাসের অন্যতম সেরা রান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে কেকেআর। তারপর থেকে নাইটদের আর ব্রাত্য রাখা যাচ্ছে না। দুঃখের এটাই এমন সময় এই পা

রফরমেন্স মেলে ধরল যখন চরম লড়াইয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে প্রতিযোগিতা। কলকাতার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যাচ্ছে পঞ্জাব, রাজস্থান, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইকে। এই পাঁচ দলের মধ্যে যে কোনো দুটি দল চলে যেতে পারে সেমিফাইনালে। শেষপর্যন্ত অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্স ঘরের ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে আরও ভালো জায়গায় চলে গিয়েছে।

এবারের আইপিএলে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কয়েক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রত্যাবর্তন। অধিনায়ক হিসেবে আবারও মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে চার্জআপ করেছে দাক্ষিণাত্যের এই দলটিকে। তবে সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার না থাকলেও একটুও ভেঙে পড়তে দেখা যায় নি হায়দরাবাদ সানরাইজার্সকে। শীর্ষে থেকে তারা চলে গিয়েছে সেমিতে। শিখর ধাওয়ানের ক্যাপ্টেনশিপে সানরাইজার্সের হয়ে নিজেকে মেলে ধরছেন ভারতীয় টেস্ট দলে নিজের জায়গা পাকা করা উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা।অন্যদিকে পাশের রাজ্য কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ধারে ভারে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও ভারত অধিনায়ক কোহলিকে আবারও যথেষ্ট ম্রিয়মান লেগেছে ক্লাবের জার্সি গায়ে। মেসি যেমন ক্লাবের হয়ে দুর্ধর্ষ হলেও দেশের হয়ে ফ্লপ ঠিক তার উলটোটা হলেন বিরাট। তিনি আবার দেশের হয়ে সেরার সেরা হয়েও আইপিএলে সেভাবে সুবিধা করতে পারছেন না গত কয়েক বছর ধরেই। বেঙ্গালুরুও এবারে সেভাবে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছে। আইপিএল লাকটা বরং মহেন্দ্র সিং ধোনির অনেকটাই ভালো। একটা দল এতদিন নির্বাসনে থাকার পর ফিরে এল মূলস্রোতে। তার অধিনায়ক হিসেবে চমৎকারভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ক্যাপ্টেন কুল। একইসঙ্গে আগামী বছরের বিশ্বকাপ দলে থাকা নিয়ে যাবতীয় জল্পনা তুড়ি মেরে উড়িয়েছে মাহির অসাধারণ পারফরমেন্স।

দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের আবার আইপিএল ভাগ্যটাই খারাপ। এতদিন হয়ে গেল তারা কিছুতেই আইপিএল জিততে পারে নি। চ্যাম্পিয়নস লাক থিওরি মেনে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের অধিনায়ক হয়েছেন ঘরের ছেলে গৌতম গম্ভীর। রয়েছেন সাম্প্রতিক দাম্পত্য সমস্যায় জেরবার পেসার মহম্মদ সামিও।তাও দিল্লি যে তিমিরে ছিল থেকে গিয়েছে ঠিক সেইখানেই। এবারেও লাস্ট বেঞ্চার দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস।

পঞ্জাব দলটি প্রথম দিকে ঠিকঠাক চললেও মালকিন প্রীতি জিন্টা বরং কোচ সহবাগের ইগোর লড়াই দলকে কেমন যেন গাড্ডায় ফেলে দিতে শুরু করেছে। সেদিক থেকে শাহরুখের ফ্র্যাঙ্কাইজি দল কেকেআর মানসিকতার দিক থেকে অনেকটাই চাঙ্গা থেকেছে। কখনই মনে হচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট তাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। এই মুক্ত মানসিকতা আরও ভালো খেলতে সাহায্য করছে কার্তিক বাহিনীকে।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

রিম্পি ঘোষ: হুগলি জেলা কানিনজুকো ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সপ্তম কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ রিষড়ার গসপেল হোম স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিবু স্যামুয়েল এবং রেলের আধিকারিক রাণা চক্রবর্তী। প্রতিযোগিতায় এশিয়ান জাজ সেনসি মৌমিতা চক্রবর্তী ও সেনসি তারকনাথ সর্দার। দশজন জাতীয় স্তরের বিচারকের তত্ত্বাবধানে ওজনভিত্তিক ও বয়সভিত্তিক প্রায় ৪৫ টি বিভাগে প্রায় ৩০০-এর বেশি ছেলে - মেয়ে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতায় টিম কাতায় মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় চুঁচুড়া মহকুমা এবং ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীরামপুর মহকুমা। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস হয় মেয়েদের বিভাগে তিথি অধিকারী এবং ছেলেদের বিভাগে রোহন সরকার। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে রিষড়ার গসপেল হোমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিবু স্যামুয়েলকে আজীবন সাম্মানিক ব্ল্যাকবেল্ট প্রদান করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করার জন্য নানচাকু প্রদান করা হয়।

প্রাক্তন অ্যাথলিটের দেহদান

মলয় সুর : প্রাক্তন জাতীয় অ্যাথলিট বিষ্ণুকুমার (৫০) মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় দেহদান করতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছেন। গত এপ্রিল মাসে গণদর্পণ সংস্থায় নাম লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। এরই পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী শম্পা কুমার (৪৫)ও দেহদান করবেন ওই সংস্থায়। তিনি ভদ্রেশ্বর শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি লেনের বাসিন্দা। এক সময় জাতীয় পর্যায়ের অ্যাথলিট ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে পঞ্জাবের পাতিয়ালা স্টেডিয়ামে জাতীয় স্কুল গেমসে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বিষ্ণুকুমার ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে জহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে জাতীয় দৌড় প্রতিযোগিতায় সেরার শিরোপা দখল করেন। এছাড়া বিভিন্ন দূরত্বের

ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখন শ্রীরামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার স্পোর্টস বিভাগে সহ সম্পাদক পদে রয়েছেন। বর্তমানে ভদ্রেশ্বর পুরসভায় কর্মরত আছেন। তাদের দুটি মেয়ে।

ভাগ হয়নিকো নজরুল

সম্প্রীতির সুরে দুই বাংলার স্মৃতিতর্পণ

আন্তর্জাতিক সেমিনার

সকলের আমন্ত্রণ প্রবেশ অবাধ

আয়োজক : আলিপুর বার্তা সাংবাদিকতার ৫২ বছর Bahumatrik.com Specialised News Portal on Development, Research & Analysis সহআয়োজক : VISION 24

স্থান : আশুতোষ বার্থ সেন্টেনারি অডিটোরিয়াম, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম পার্কস্ট্রিট কলকাতা

উপস্থিত থাকবেন

তারিখ : ২৬ মে ২০১৮ শনিবার

পথনির্দেশ : কিড স্ট্রিট, এম এল এ হোস্টেলের বিপরীতে

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অধ্যাপক বাসব চৌধুরি, উপাচার্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসত
রাজেশ পুরোহিত, ডিরেক্টর ভারতীয় জাদুঘর
দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ, কলকাতা পুরসভা

সময় দুপুর ২টো

ড. হুমায়ূন কবীর, রেজিস্টার ইনচার্জ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
মোশারফ কামাল, কার্যনির্বাহী সম্পাদক দৈনিক কালের কণ্ঠ
কামাল হোসেন, চেয়ারম্যান, ফোকাস বাংলা
অয়ন আহমেদ, সম্পাদক, দৈনিক প্রতিদিনের চিত্র

প্রবন্ধ পাঠ ঃ অধ্যাপক-অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ আবৃত্তি ঃ কৃষ্ণপদ দাশ ও সুস্মিতা দাশ এবং কুণাল মালিক গান ঃ কল্যাণ দাস ও নৃত্য ঃ অর্কসুতা চক্রবর্তী

সহযোগিতায় : বন্ধু Bondhu socio cultural organization www.bondhuekasha.org Larah OPALGLASS by BOROSIL সুখবর

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com